সূচীপত্র

পাক্ষিক 'আহ্‌মদী' | ৩১শে অক্টোবর ১৯৮৪ | ৩৮শ বর্ষ : ১২শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	
* তরজমাতুল কুরআন : সুরা আনফাল (৯ম পারা ৭ম রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'উত্তম চরিত্র'	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৩
* অমৃত বাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনোয়ার	৪
* জুম্‌য়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতু মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : নজীর আহমদ ভুইয়া	৫
* 'মজলুম বনাম জালেম' :	জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৫
* সুজন মাঝির সন্ধান (কবিতা) :	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	২৪
* 'তাত্ত্বিক পর্যালোচনা'র উত্তর :	মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	২৫

আখবারে আহমদীয়া

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) লণ্ডনে আল্লাহতায়ালার ফজলে সুস্থ আছেন। আল-হামদুলিল্লাহ। হুজুর আকদাসের কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু এবং সকল দ্বীনি উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীতে বিশেষ সাফল্যের জন্য বন্ধুগণ দোওয়া জারী রাখিবেন।

লাজনা ও নাসেরাতের তরবীয়তী ক্লাশ

চট্টগ্রাম লাজনা এমাউল্লাহর তরফ হইতে গত ২৭শে সেপ্টম্বর হইতে ৬ই অক্টোবর পর্যন্ত দ্বীনি ক্লাশ অনুষ্ঠিত হয়। এই ক্লাশে নাসেরাতের বিভিন্ন শাখা এবং লাজনা যোগদান করে। কোরআনের নাজেরা তরজমা, হাদীস এবং রাবওয়া হইতে আগত পাঠ্যক্রম অনুযায়ী বিভিন্ন দ্বীনি মালুমাতের কেতাব সমূহ শিক্ষা দেওয়া হয়। এই ক্লাশ সকাল ৯ ঘটিকা হইতে ১২টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। (—প্রেসিডেন্ট, লাজনা এমাউল্লাহ্, চট্টগ্রাম)

শুভ বিবাহ

বিগত ২০/১০/৮৪ পাবনা নিবাসী জনাব খন্দকার আজমল হক সাহেবের কন্যা মোসাম্মৎ ফাহমিদা ইয়াসমিনের সহিত তেজগাঁও ঢাকা নিবাসী জনাব মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক সাহেবের পুত্র জনাব মোহাম্মদ মামুন-উল-হকের শুভ বিবাহ ত্রিশ হাজার টাকা দেন মোহর ধার্যে ঢাকা দারুত তবলীগ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। বিবাহ পড়ান সদর মুরুব্বী মৌলানা আহমদ সাদেক মহমুদ সাহেব। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে উক্ত বিবাহ সর্বতোভাবে বাবরকত হওয়ার জন্য খাসভাবে দোওয়ার অনুরোধ করা যাইতেছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৩৮ বর্ষ : ১২শ সংখ্যা

৩১শে অক্টোবর ১৯৮৪ইং : ১৪ই কার্তিক ১৩৯১ বাংলা : ৩১শে ইখা ১৩৬৩ হিঃ শামসী

৭ম সুরা আল-আনফাল

[ইহা মাদানী সুরাহ, বিসমিল্লাহসহ ইহার ৭৬ আয়াত এবং ১০ রুকু আছে]

নবম পারা **৭ম রুকু**

৫০। এবং (স্মরণ কর) যখন মোনাফেকগণ এবং যাহাদের অন্তরে রোগ ছিল তাহারা বলিত, তাহাদিগকে (অর্থাৎ মোমেনদিগকে) তাহাদের দীন অহংকারী করিয়া দিয়াছে অথচ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে সে প্রত্যক্ষ করে যে নিশ্চয় আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৫১। হায়, যদি তুমি সে সময়কে কল্পনা করিতে, যখন ফেরেশতাগণ কাফেরদের প্রাণ হরণ করে এবং তাহাদের মুখমণ্ডলে ও তাহাদের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে ; এবং (বলে যে) এই আগুনের আযাব ভোগ কর।

৫২। ইহা (অর্থাৎ এই আযাব) তোমাদেরই পূর্বকৃত কর্মের ফল এবং (জানিয়া রাখ যে) আল্লাহ তাঁহার বান্দাগণের প্রতি সামান্য পরিমাণও যুলুম করেন না।

৫৩। (তোমাদের পরিণাম) ফেরাউনের জাতির ও তাহাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার অনুরূপ (হইবে) তাহারা সকলে আল্লাহর আয়াত সমূহকে অস্বীকার করিয়াছিল, সুতরাং আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদের পাপের জন্য গ্রেফতার করিয়াছিলেন ; নিশ্চয় আল্লাহ পরম শক্তিশালী এবং শাস্তিদানে বড়ই কঠোর।

৫৪। ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ যখন কোন জাতির উপর কোন নেয়ামত নাযেল করেন তিনি উহার ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা নিজেদের

অবস্থার পরিবর্তন করে, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

৫৫। (হে অবিশ্বাসীগণ! তোমাদের অবস্থাও ঠিক) ফেরাউনের জাতির ও তাহাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার অনুরূপ (হইবে), তাহারা তাহাদের রব্বের আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল, সুতরাং আমরা তাহাদিগকে তাহাদের পাপের জন্য ধ্বংস করিয়াছিলাম, (এবং তাহাদের নেয়ামত সমূহ এইজন্য ছিনাইয়া লইয়াছিলাম যে তাহারা খোদার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল) এবং ফেরাউনের জাতিকে জলমগ্ন করিয়াছিলাম, কারণ তাহারা সকলেই যালেম ছিল।

৫৬। নিশ্চয় সেই সকল লোক আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জীব। যাহারা (তাঁহার আয়াত-সমূহকে) অস্বীকার করিয়াছে এবং তাহারা ঈমান আনিবেন না;

৫৭। ঐ সকল লোক যাহাদের সংগে তুমি অঙ্গীকার করিয়াছ কিন্তু প্রত্যেকবার তাহারা তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং তাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে না।

৫৮। অতএব যদি তুমি তাহাদিগকে যুদ্ধে কাবু করিতে পার তবে তাহাদের দ্বারা তাহাদের পশ্চাদ্বর্তী (অন্য লশকর)-দিগকেও ভাগাইয়া দাও যেন তাহারা শিক্ষা লাভ করে।

৫৯। এবং যদি তুমি কোন জাতির পক্ষ হইতে বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা কর, তবে তুমিও তুল্যভাবে তাহাদের অঙ্গীকার তাহাদের দিকে নিক্ষেপ কর (যেন তাহারা বুঝিতে পারে যে তোমরা উভয় পক্ষ অঙ্গীকারমুক্ত), নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদিগকে ভালবাসেন না।

(ক্রমশঃ)

('তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ)

হাদীস শরীফ-এর অবশিষ্টাংশ

(২) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, "যখন তোমাদের মধ্য হইতে কাহারও চাকর খাবার তৈরী করিয়া সামনে উপস্থিত করে, তখন তোমারা যদি তাহাকে নিজের সঙ্গে বসাইয়া খাওয়াইতে না পার, তাহা হইলে কমপক্ষে সেই খাবার হইতে দুই এক গ্রাস তাহাকেও খাইতে দাও। কেননা সে ঐ খাবার পরিশ্রম করিয়া তোমার জন্য তৈরী করিয়াছে, সেই জন্য উহার মধ্যে তাহারও হক্ আছে।" (বোখারী)

অনুবাদ: মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

"তোমরা যদি চাহ যে, স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে নিজেরদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না তোমরাই আল্লাহ তায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী সুতরাং পূণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নয়।" (কিশ্‌তি-এ-নূহ) —হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

হাদিস শরীফ

উত্তম চরিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—২)

(৭) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, "মুত্তাকী (আত্ম-সংযমী) হও, তাহা হইলেই সবচাইতে বেশী এবাদতগুজার বলিয়া গণ্য হইবে। কেনায়াত বা পরিতুষ্ট থাকার অভ্যাস কর, তাহা হইলে সবচাইতে বেশী শুক্র গুজার বলিয়া বিবেচিত হইবে। নিজের জন্য যাহা পছন্দ কর, তাহা অন্যের জন্যও পছন্দ করিবে, তাহা হইলেই তুমি প্রকৃত মোমেন হইবে। প্রতিবেশীর সহিত উত্তম ব্যবহার কর, তাহা হইলেই তুমি সত্যিকার মুসলমান বলিয়া আখ্যায়িত হইবে। কম হাস, কেননা বেশী হাসা হৃদয়কে মৃত করিয়া দেয়।"

(৮) হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, "কেহ আল্লাহ্‌র নামে আশ্রয় ভিক্ষা করিলে তাহাকে তুমি আশ্রয় দান কর। কেহ যদি আল্লাহর নামে সওয়াল করে, তাহাকে যথা সম্ভব কিছু দান কর, যদিও মিষ্ট কথাই হউক। যে ব্যক্তি আমন্ত্রণ করে তাহার আমন্ত্রণে সাড়া দাও। যে ব্যক্তি তোমার সহিত সদব্যবহার করে, তুমি তাহার সদব্যবহারের সাধ্যানুযায়ী প্রতিদান পেশ কর। যদি পূর্ণভাবে প্রতিদান না দিতে পার, তাহা হইলে ন্যূন কল্পে তাহার জন্য উত্তমভাবে দোওয়া কর, যেন তুমি অনুভব করিতে পার যে, তুমি তাহার এহ্‌সান পরিশোধ করিতে পারিয়াছ।'

(আবু দাউদ)

(৯) হযরত হাসান বিন আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, "যে কথায় তোমার হৃদয়ে খটকা বাজে, সন্দেহবোধ হয়, উহা পরিহার কর এবং যে বিষয়ে সন্দেহ বোধ না হয়, উহা গ্রহণ বা পালন কর।"

(বুখারী)

(১০) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, কোন মানুষের মুসলমান হওয়ার সৌন্দর্য ইহার মধ্যেই নিহিত যে, সে সম্পর্ক হীন অর্থাৎ অনর্থক ও বৃথা কথা বার্তা বা বিষয়কে পরিত্যাগ করিয়া চলে।

(তিরমিযী)

চাকর বা অধীনস্থদের সহিত সদব্যবহার

(১) হযরত মা'রুর সুওয়ায়দ (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত আবুযর (রাঃ)-কে দেখিলেন, তিনি এক জোড়া সুন্দর কাপড় পরিধান করিয়াছেন এবং তাঁহার কৃতদাসও অনুরূপ কাপড় পড়িয়াছে। ইহা দেখিয়া হযরত মারুর বিস্ময়ের সহিত সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে হযরত আবুযর (রাঃ) বলিলেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় একবার আমি আমার কৃতদাসকে গালমন্দ দিয়াছিলাম এবং তাহার মায়ের দোষ বর্ণনা করিয়া তাহাকে লজ্জাও দিয়াছিলাম। হযরত রসুল করীম যখন উক্ত বিষয়ে জানিতে পারিলেন, তখন তিনি বলিলেন যে, "তোমার মধ্যে জাহেলিয়তের কথাবার্তা এখনও বাকী আছে, (অর্থাৎ কৃতদাসের সহিত তোমার এই আচরণ জাহেলিয়তের অন্তর্ভুক্ত)। ইহারা (ক্রীতদাসগণ) তোমাদের ভাই, এবং খাদেম (সেবক) মাত্র। আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে তোমাদের অধীনে বা অভিভাবকত্বে দান করিয়াছেন। কাহারও অধীনে যদি তাহার ভাই থাকে, তাহা হইলে সে যেন তাহাকে উহাই খাইতে দেয়, যাহা সে নিজে খায়, এবং যেমন বস্ত্র সে নিজে পরিধান করে, তেমন বস্ত্রই যেন তাহাকেও পরিধান করিতে দেয়। তেমনি, তাহাদের দ্বারা তাহাদের সাধ্যাতীত কোন কাজ লইবে না। যদি তোমরা কোন কঠিন কাজ তাহাদের উপরে ন্যাস্ত কর, তাহা হইলে সেই কাজে নিজেও তাহাদের সহায়ক হও।"

(মুসলিম)

অবশিষ্টাংশ ২-এর পাতায় দেখুন

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

খোদা কি প্রকারে কথা বলিতে পারেন

খোদাতায়ালা যে ভাবে নিজের কাজের মধ্যে আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছেন, সেই ভাবে তিনি যে পর্যন্ত আপন অস্তিত্বকে আপন বাক্য দ্বারা প্রকাশিত না করেন, সে পর্যন্ত শুধু কাজ প্রত্যক্ষ করিয়া পরিতৃপ্ত হওয়া সম্ভব নহে। দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যায়, যদি আমরা এমন কোন বন্ধ কুঠীর দেখি, যাহা আশ্চর্যজনকভাবে ভিতর হইতে রুদ্ধ-দ্বার থাকে, তাহা হইলে এই অবস্থায় আমরা নিশ্চয় প্রথমে ইহা মনে করিব যে, ভিতরে কোন মানুষ আছে। এবং সে ভিতরের দিক্‌ হইতে শিকল দিয়াছে। কারণ, বাহির হইতে ভিতরে শিকল দেওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু দীর্ঘকাল ব্যাপী বৎসরের পর বৎসর যাবত বার বার ডাকা সত্ত্বেও ঐ ব্যক্তির দিক্‌ হইতে কোন সাড়া না আসিলে, ভিতরে কোন লোক থাকার পক্ষে যে সিদ্ধান্ত আমাদের ছিল, তাহা অবশেষে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে এবং আমরা এই মনে করিব যে, ভিতরে কেহ নাই, বিশেষ কোন কৌশলে ভিতরের শিকল আটকান হইয়াছে। এই অবস্থাই ঐ দার্শনিকগণের, যাহারা শুধু কাজ দেখিয়াই তাহাদের জ্ঞান সমাপ্ত করিয়াছে। ইহা বড়ই ভ্রান্তির কথা যে, খোদাকে মৃতের ন্যায় মনে করা হয়—যেন তাঁহাকে কবর হইতে বাহির করা কেবল মানুষের কাজ। খোদা যদি এমনি হইয়া থাকেন যে, মানুষের চেষ্টা তাঁহাকে আবিষ্কার করিয়াছে, তবে এই প্রকার খোদা সম্বন্ধে আমাদের সব আশা-ভরসাই বৃথা। বরং খোদা তিনি, যিনি সর্বদা আদি হইতে স্বয়ং 'আমি আছি' বলিয়া মানুষকে তাঁহার দিকে আহ্বান করিয়া আসিতেছেন। ইহা অমার্জনীয় অপরাধ হইবে, যদি আমরা এই প্রকার ধারণার বশবর্তী হই যে, তাঁহার তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রকাশে তাঁহার উপর মানুষের দয়ার অবদান রহিয়াছে। দার্শনিকেরা না থাকিলে তিনি যেন চির নিখোঁজ রহিয়া যাইতেন। এবং একথা বলা যে, খোদা কি প্রকারে কথা বলিতে পারেন, তাঁহার কি জিহ্বা আছে ? —ইহাও এক ভয়াবহ দুঃসাহস। কারণ, তিনি কি জড় হস্ত ব্যতিরেকে যাবতীয় গ্রহ-নক্ষত্ররাজী এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেন নাই? তিনি কি ভৌতিক চক্ষু ব্যতীত জগতকে দেখেন না ? তিনি কি দৈহিক কর্ণ ছাড়া আমাদের আওয়াজ শোনেন না? সুতরাং ইহা কি জরুরী নহে যে, তিনি এই ভাবে কথাও বলেন ? ইহা কখনও সত্য নয় যে, খোদার কথা বলা সম্মুখে নয়, পশ্চাতে রহিয়া গিয়াছে। আমরা তাঁহার বাক্যালাপ ও সম্বোধনের উপর কোন যামানা বা মেয়াদ নির্দিষ্ট করিয়া মোহর লাগাইতে পারি না। নিঃসন্দেহে তিনি পূর্বের ন্যায় এখনও অন্বেষণকারীদেরকে ইলহামের প্রস্রবণ দ্বারা সমৃদ্ধ করিতে প্রস্তুত। এখনও তাঁহার আশিষ সমূহের দরজা তেমনি খোলা আছে, যেমন ইতিপূর্বে খোলা ছিল। অবশ্য, প্রয়োজন শেষ হওয়ায়, শরীয়ত ও বিধান শেষ হইয়াছে এবং সকল রেসালত ও নবুওত আপন উচ্চতম শিখরে উপনীত হইয়া আমাদের নেতা ও প্রভু—সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের স্বত্বায় পূর্ণত্বে পৌঁছিয়া গিয়াছে।

(ইসলামী নীতি-দর্শন, পৃঃ ৭৯-৮১)

অনুবাদ : **এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার**

জুম্‌য়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

(১৭ই আগষ্ট, ১৯৮৪ ইং লণ্ডনে প্রদত্ত)

তাসাহুদ তায়াউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর পবিত্র কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াত তেলাওয়াত করেন :

يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط
شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين -
ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا
الهوى ان تعدلوا - وان تلووا وتعرضوا فان الله
كان بما تعملون خبيرا ٥

(সুরা আল-নিসা : ১২৬)

অতপর বলেন :

পাকিস্তান সরকার যে আদালতকে শরিয়তী আদালত নামে আখ্যায়িত করিয়াছে, উক্ত আদালতে কতিপয় আহমদী কর্তৃক রুজুকৃত একটি মোকদ্দমার রায় কয়েকদিন পূর্বে প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহার সম্বন্ধে তো আমি পূর্বেও কিছু বলিতে পারিতাম। কিন্তু যেহেতু মামলা আদালতে বিচারাধীন ছিল, অতএব, আমি ইহা পছন্দ করি নাই যে এমন কোন বাহানা তাহাদের (আদালত কর্তৃপক্ষ) হাতে আসুক যাহাতে তাহারা বলিতে পারে, যেহেতু মোকদ্দমা চলাকালীন সময়ে অমুক ব্যক্তি অমুক কথা বলিয়াছে, অতএব আমাদেরও অমুক কথা বলার ওজর আছে। এই জন্য আমি জানিয়া বুঝিয়া এই ব্যাপারে কিছু বলা হইতে বিরত থাকি। কিন্তু জামাতকে আমি জানাইতে চাই যে, ইহার পটভূমি কি এবং কি ঘটিয়াছে ও কেন এইরূপ ঘটিয়াছে ?

প্রথমেতো এই কথা বলা প্রয়োজন যে, এই মোকদ্দমায় আহমদীয়া জামাত বাদী ছিলনা। কোন পর্য্যায়ে আহমদীয়া জামাত এই মোকদ্দমায় বাদী হয় নাই। আমি অবগত নই যে, গায়ের মোবাইনরা (পয়গামী দল) ইহাতে বাদী হইয়াছে কি হয় নাই। যাহা হউক, আহমদীয়া জামাত এই মোকদ্দমায় বাদী ছিল না। অতএব এই ব্যাপারে যদি কাহারো ভ্রান্ত ধারণা থাকিয়া থাকে তাহা দূর হওয়া দরকার এবং আহমদীয়া জামাত একটি জামাত হিসাবে এই জাতীয় আদালতে যাইতেও পারে না, যাহার কোন শরিয়তী পদ মর্য্যাদা নাই। আহমদীয়া জামাতের

কোন কোন লোক ব্যক্তিগতভাবে কেন এই মোকদ্দমা রুজু করিয়াছে এবং কেন আমি তাহাদিগকে বাধা দান করি নাই—প্রশ্ন কেবল ইহাই এবং উহা জামাতের অবগত হওয়া উচিত। তাহাদের এইরূপ করার পশ্চাতে এই যুক্তি নিহিত ছিল যে, পাকিস্তান সরকার সমগ্র বিশ্বে এই প্রপাগাণ্ডা করিতেছে যে, আহমদীয়া জামাত তাহাদের সিদ্ধান্তকে (অধ্যাদেশ) গ্রহণ করিয়া লইয়াছে এবং আহমদীরা স্বীকার করিয়া লইয়াছে যে, যাহা কিছু সিদ্ধান্ত হইয়াছে উহা ঠিক এবং আমরা উহা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করিয়া লইয়াছি। অতএব যদি কিছু আহমদী তাহাদের শরিয়তী আদালতে মোকদ্দমা করিয়া উপরোক্ত ব্যাপারটি খোলা-খুলিভাবে বাজাইয়া নেয়, তাহা হইলে ইহার ফায়দা এই হইতে পারে যে, প্রথমতঃ দুনিয়ার দৃষ্টিতে প্রতিটি অপবাদ নিজে নিজেই খণ্ডিত হইয়া যাইবে ও অর্থহীন হইয়া পড়িবে। দ্বিতীয়তঃ জামাতের পক্ষ হইতে যে সকল দলিল পেশ করা হইবে, ঐগুলি এত শক্তিশালী ও সুস্পষ্ট হইবে যে, যদি আদালত আমাদের বিরুদ্ধেও রায় প্রদান করে, যেমনটি তাহাদের প্রদান করার কথা, তাহা হইলেও ইহাতে কিছু আসে যায় না। যাহারা পড়িবে তাহারা ছাড়াও আরো বহু লোকের জন্য ইহা হেদায়াতের কারণ হইয়া যাইবে এবং যাহারা বিবরণী শুনিবে ও প্রত্যহ সংবাদ পত্রে প্রকাশিত উক্ত কার্য্য বিবরণী পাঠ করিবে তাহারাও খুবই উপকৃত হইবে। বরং যে সকল দেশে পাকিস্তান সরকার আমাদের তবলীগ বন্ধ করিতেছে, তাহাদের আদালতই এখন ঐ সকল দেশে তবলীগের মওকা সৃষ্টি করিয়া দিবে। কেননা মতবিরোধ সংক্রান্ত সকল বিষয়াবলীই এই মোকদ্দমায় প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

কাজেই তাহাদের (যে সকল আহমদী এই মোকদ্দমা রুজু করিয়াছিল) পলিসি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হইয়াছিল, যদিও পাশাপাশি এই আশঙ্কাও বিদ্যমান ছিল যে, পাকিস্তান সরকার এই মোকদ্দমার কার্যাবিবরণী এইভাবে গোপন রাখিবে যেভাবে জাতীয় সংসদের কার্যাবিবরণী আজ পর্য্যন্ত গোপন রাখা হইয়াছে এবং ঐ সকল আহমদী নও-জোয়ান, যাহারা এই মোকদ্দমায় অংশগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের মনে যে ফায়দার চিন্তাভাবনা ছিল উক্ত ফায়দা হইতে জামাত বঞ্চিত হইয়া যাইবে। কিন্তু যেহেতু এই সম্ভাবনাও ছিল যে ইহাতো আদালত, সংসদতো নয়, অতএব হইতে পারে যে এই মোকদ্দমা প্রকাশ্যভাবে অনুষ্ঠিত হইবে। ইহাতো ফৌজদারী আদালত নয়, ইহাতো শরীয়তের মসলা সংক্রান্ত আদালত। অতএব ইহা অসম্ভব নয় যে, খোলাখুলিভাবে সর্বসাধারণে এই মোকদ্দমা অনুষ্ঠিত হইবে এবং সংবাদ পত্র সমূহকেও অনুমতি দেওয়া হইবে যে, উহার পূর্ণ কার্য্য-বিবরণী প্রকাশ করিবে। কিন্তু আশ্চার্য্যের ব্যাপার এই যে যখন মোকদ্দমা আরম্ভ হইল তখন এই মামলায়ও সর্বাত্মক গোপনীয়তার আশ্রয় গ্রহণ করা হইল। কেবলমাত্র ঐ সকল বিশেষ ব্যক্তিগণ যাহাদিগকে বাদী ও বিবাদী পক্ষ হইতে টিকেট দেওয়া হইয়াছিল, তাহারাই এই মোকদ্দমার ধারা বিবরণী জ্ঞাত হইয়াছিল। নাতো সংবাদ পত্রগুলিকে ধারা বিবরণী প্রকাশ করায় অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল, নাতো আহমদীদিগকে, যাহারা এই মোকদ্দমায়

বাদী পক্ষ ছিল, তাহাদিগকে ধারা বিবরণী প্রকাশ করার অনুমতি দেওয়া হইয়ছিল আদালতের পক্ষ হইতে যে সংক্ষিপ্ত নোট জারী হইত কেবলমাত্র উহাই প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইহার দরুন একদিকে যেমন তাহাদের মনোভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া গেল যে তাহারা কি চায় তেমনি অন্যদিকে ইহাও সুস্পষ্ট হইয়া পড়িল যে, যদিও মামলার রায় শেষের দিন দেওয়া হইল তথাপি প্রথম দিনেই মামলার রায় স্থির করা হইয়াছিল। তদুপরি এই কথাও সুস্পষ্ট হইয়া গেল যে, পাকিস্তান সরকার যাহারা অধ্যাদেশটি জারী করিয়াছিল যদি আদালতের নিকট তাহাদের অনুকূলে কোন দলিল থাকিত তাহা হইলে ইহা অসম্ভব ছিল যে, তাহারা এই বিতর্ক প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিত। যদি তাহা না হইত তবেতো তাহাদিগকে ইস্তেহারের মাধ্যমে নিমন্ত্রণ করা উচিত ছিল যে, তোমরা আসিয়া দেখিয়া যাও আহমদীরা যে বলে পাকিস্তান সরকার তাহাদের উপর জুলুম করিয়াছে তাহা কুরআন করীমের যুক্তি প্রমাণে এখনই সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা প্রমাণিত হইবে এবং ইহাও প্রমাণিত হইবে যে, সরকার সম্পূর্ণরূপে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ও শরিয়ত মোতাবেক সঠিক ফয়সালা গ্রহণ করা হইয়াছে। অতএব যেই কারণে জাতিয় সংসদের কার্য্যবিবরণী প্রকাশ করা হয় নাই, ঠিক ঐ একই কারণে উক্ত আদালতের কার্য্যবিবরণী প্রকাশ করিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হইল।

যাহা হউক এখনো প্রচেষ্টা চালানো হইতেছে এবং আহমদীদের উকিল দরখাস্ত পেশ করিয়াছে যে, যেহেতু আমরা বাদী অতএব ইহা আমাদের ন্যায় সংগত অধিকার যে সমস্ত কার্য্যবিবরণীর টেপ রেকর্ড ও আমাদিগকে দেওয়া হউক এবং আদালত কর্তৃক কার্য্যবিবরণীর সত্যায়িত কপিও আমাদিগকে দেওয়া হউক যে, বিবাদীরা কি বলিয়াছিল এবং আমরা কি বলিয়াছিলাম। অতএব যদি তাহারা ইহা স্বীকার করে তাহা হইলে এই ফায়দা এখনো আমরা লাভ করিতে পারি এবং সারা পৃথিবীতে এই কেইস প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। প্রকৃত বিচারকতো খোদা। কিন্তু খোদার পরে বান্দাদের মধ্যে তবলীগ করার জন্য এই কার্য্যবিবরণী খুবই কাজে আসিতে পারে।

আহমদীয়া জামাতের সদস্যগণের মধ্যে ব্যক্তিগত পর্য্যায়ে যাহারা এই মোকদ্দমা রুজু করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যিনি সর্বাগ্রে ছিলেন এবং যিনি খুবই পরিশ্রম করিয়াছিলেন তিনি শেখ মুজিবুর রহমান (ভুলক্রমে শেখ পদবী তাহার নামের সংগে আসিয়া পড়ে)। আসলে তাহার নাম মুজিবুর রহমান। তিনি বাংলাদেশের লোক। যেহেতু মুজিবুর রহমান নামে আরো অনেক ব্যক্তি আছে, এইজন্য তাহার নামের সংগে শেখ শব্দটি আপনা আপনিই আসিয়া পড়ে। তিনি কয়েকবার ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন বেচারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং বলেন যে, আমি এই ব্যাপারে বারবার প্রতিবাদ করিতে পারি না। অতএব আমার নাম যাহা মর্জি বলা হউক। কিন্তু যেহেতু যাহারা বলে তাহাদের নিয়তে কোন বদী নাই, অতএব উপাধিতে কিছু আসে যায় না। যাহা

হউক এই সকল কথাতো প্রসংঙ্গক্রমে আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি (মুজিবুর রহমান) এত মেহনত করিয়াছেন যে, যাহারা কার্য্যবিবরণী শুনিয়াছিল এবং যাহারা এই মোকদ্দমার ব্যাপারে জানিত তাহাদের নিকট হইতে এই ব্যাপারে আমি অনবরত চিঠি পাইতেছিলাম। অতএব এই মওকায় আমি তাহার জন্য দোওয়ারও দরখাস্ত করিতে চাই।

প্রথম হইতেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাহার সংগে তাহারা (আদালত কর্ত্তৃপক্ষ) কিরূপ আচরণ করিবে। আদালতে তাহাকে অনবরত পাঁচ ঘণ্টা কথা বলিতে হইত। যখন তিনি দরখাস্ত করিলেন যে, আমাকে প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে হয়, এই জন্য আমাকে সারা রাত জাগিয়া থাকিতে হয় এবং যেহেতু আপনারাও উকিল ছিলেন, অতএব আপনারা জানেন যে পাঁচ ঘণ্টা বলার জন্য কত বড় প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। অতএব আমার বলার সময়টা কমাইয়া দিন। আমাকে একটু স্বস্তির মধ্যে চলিতে দিন। কিন্তু মনে হয় এই ব্যাপারে কোন নির্দেশ ছিল অথবা কোন উদ্দেশ্য ছিল যাহা আদালত প্রকাশ করে নাই। তিনি জানিতেন যে, তাড়াহুড়ার মধ্যে যতশীঘ্র পারা যায় এই মোকদ্দমা শেষ করিয়া দেওয়া হইবে। অতএব তাহার দরখাস্ত সরাসরি রদ করিয়া দেওয়া হইল এবং আদালতের পক্ষ হইতে বলা হইল যে, আমরা তোমার তুলনায় বৃদ্ধ। আমরা যদি পাঁচ ঘণ্টা বসিয়া থাকিতে পারি, তুমি কেন পাঁচ ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিতে পরিবে না? ইহাতে কি আসে যায়? আমরা যদি পাঁচ ঘণ্টা তোমার বক্তব্য শুনিতে পারি, তাহা হইলে তোমার পাঁচ ঘণ্টা প্রস্তুতি গ্রহণ করাতে কি আসে যায়? ইহা এক অদ্ভুত যুক্তি। কিন্তু ইহাও বুঝিতে পারা গিয়াছিল যে, কি ধরণের ব্যাপার ঘটিতে যাইতেছে।

যাহা হউক, উভয়পক্ষই খুব উৎসাহ ও উদ্দীপনার সংগে মোকদ্দমায় লড়িয়াছিল। আমাদের আহমদী উকিল বারবার এই কথা বলিতেছিল যে, "আমি কোরআন করীম হইতে কথা বলিতেছি এবং আপনারা পরবর্তীকালের ইসলামী আইন বিশারদদের কথা বলিতেছেন। শরিয়তের ব্যাপারেতো কোরআন করীমের আলোকে ফয়সালা গ্রহণ করিতে হইবে। আপনারা ইহা কি অদ্ভুত কথা বলিতেছেন যে, অমুক ইসলামী আইন বিশারদ অমুক কথা বলিয়াছেন, অমুক ফেরকার অমুক ইমাম অমুক কথা বলিয়াছেন। আমরাতো কোরআনে বিশ্বাসী এবং মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ইমাম বলিয়া বিশ্বাস করি। অতএব যত খুশি পারেন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাওয়ালা দিন। কোরআন করীম হইতে হাওয়ালা দিন। অতএব কয়েক শতাব্দী পরে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের হাওয়ালার প্রতি কেন আমাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন?" কিন্তু যেহেতু আদালত তাহাদের হাওয়ালাকে সমর্থন করিতেছিল এবং তাহাদের হাওয়ালার বাহবা দিতেছিল এবং বড় বড় মন্তব্যও ইহার সাথে জুড়িয়া দিতেছিল, অতএব তাহারা যে ময়দানের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, আহমদী উকিলের জন্য ঐ ময়দানের দিকে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না এবং ঐ ময়দানেও তিনি তাহাদের উপর বিজয় লাভ করিলেন।

বস্তুতঃ মুজিবুর রহমান সাহেব এতই অসাধারণ মেহনতের সহিত এই মোকদ্দমা তৈয়ার করিয়াছিলেন যে, এই মামলায় দুশমনেরাও হর্ষধ্বনি দিয়া উঠিয়াছিল। আদালতের বাহিরে বিরুদ্ধবাদীরা বিনা ব্যতিক্রমে ইহাই বলিয়াছিল যে, "আমরাই জয়লাভ করিব। ফয়সালাও আমাদের পক্ষে হইবে। কিন্তু যুক্তিতে আহমদী উকিলের কেহ মোকাবেলা করিতে পারে নাই। সে বাজীমাত করিয়া দিয়াছে।" মৌলভীরা ত্রাস সৃষ্টি করিতেছিল এবং বলিতেছিল যে, "তোমাদের কি হইয়াছে? কিছু একটাতো কর। কোথাও না কোথাও হইতে কিছু বাহির করিয়া ফেল।"

অতএব যাহা খোদার বান্দার আওয়াজ তাহাতো খোদাওয়ালাদের সাথেই আছে এবং যাহা হুকুমত ওয়ালাদের আওয়াজ তাহাতো হুকুমতের সাথেই থাকিবে। ইহাতে কি আসে যায়? বস্তুতঃ আমি শুরুতেই তাহাদিগকে লিখিয়া দিয়াছিলাম যে, "দূত আসিতে আসিতে আরো একটি চিঠি লিখিয়া রাখ: আমি জানি উত্তরে তাহারা কি লিখিবে।" তাহারা যাহা বলিবে তাহা আমি পূর্বেই জানিতাম। তোমাদের উদ্দেশ্যই অন্য কিছু ছিল। খোদা করুন যেন ঐ উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হয়। কিন্তু তাহাদিগকে আমি নিশ্চিত রূপে বলিয়া দিতে চাই যে, তোমাদের কোন শরিয়তী ক্ষমতা নাই। তাহাদিগকে আমি ইহাও বলিয়া দিতে চাই যে, আসল আপীল আমরা সুপ্রীম কোর্টেও করিব না। আমাদের আপীল খোদার আদালতে হইবে এবং খোদা ফয়সালা করিবেন। তাহাদিগকে আমি ইহাও বলিয়া দিতে চাই যে, আজ তোমরা সাময়িক প্রতিক্রীয়ার অধীনে যে ফয়সালা করিবে, উহার দরুন ইসলামের এক খুবই ভয়াবহ ও হাস্যস্পদ চিত্র জগতের সম্মুখে প্রকাশিত হইতে পারে। জগদবাসী বলিবে যে, পাকিস্তানের শরীয়তী আদালতে কোরআনের এই চিত্র পেশ করা হইয়াছে এবং মানবাধিকারের এই চিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছে। অতএব প্রশ্ন কেবলমাত্র ইহাই নহে যে, খোমেনী সাহেব কি করিতেছেন। প্রশ্নতো ইহাই যে মানুষের সংগে কিরূপ আচরণ করা উচিত ও মানুষের মৌলিক অধিকার কি- এই সম্বন্ধে ইসলামী আইন ও ইসলামী শরিয়ত কি মনে করে? অতএব তোমাদিগকে খোদার নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে। যদি তোমরা অন্যায় ও অত্যাচারমূলক ফয়সালা কর তাহা হইলে আমরাও খোদার নিকট আপীল করিব। এই সাবধানবাণী নিশ্চয়ই তাহারা (আহমদীরা) তাহাদিগকে (আদালত কর্তৃপক্ষ) পৌঁছাইয়া দিয়াছে। কেননা আমি তাহাদিগকে সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ দান করিয়াছিলাম যে, আমিতো তোমাদিগকে মামলা করার অনুমতি দান করিলাম। কিন্তু এই অনুমতি শর্তসাপেক্ষে দিয়াছিলাম যে, উপরোক্ত সাবধানবাণী তোমরা আদালতকে বিশেষভাবে জানাইয়া দিবে। আমাদের প্রতিনিধিরা তাহাদের স্মৃতি হইতে যে কার্য্যবিবরণী লিখিয়াছে উহার টাইপ করা কপি আমার নিকট আছে। আমি উহা পাঠ করিব। আমি আশা করি নিশ্চয়ই তাহারা আমার সাবধান বাণী তাহাদিগকে পৌঁছাইয়াছে।

যাহা হউক, এখন আমি আপনাদিগকে বলিতে চাই যে, এই মামলার কয়েকটি দিক আছে। কেননা মামলা সম্বন্ধে অনেক জায়গাতেই বিতর্ক হইবে। অনেক

জায়গাতেই লোকেরা বলিবে যে, পজিশন এই ছিল। যেহেতু আদালত ফয়সালা দান করিয়াছে, অতএব আহমদীদের উহা জানা দরকার। কিছুতো ইহার পটভূমি জানা দরকার যে, কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আহমদীরা তাহাদের (শরিয়তী আদালত) নিকট গিয়াছিল। তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল যে, তোমাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে আমরা কি ধারনা পোষণ করি এবং আমাদের উদ্দেশ্যই বা কি ছিল। বস্তুতঃ মূল বিতর্কতো কোন লম্বা চওড়া বিতর্কই নয়। কিন্তু যেহেতু বিরুদ্ধবাদীরা ভুল ময়দানের দিকে ধাবিত হইতেছিল, অতএব বাধ্য হইয়া আমাদিগকেও ঐ ময়দানে গিয়া প্রমাণ করিতে হইয়াছে যে তাহারা ভুল। কিন্তু মূল বিতর্ক তো লম্বা কিছু নয়। সংক্ষেপে উক্ত বিতর্ক দুই তিনটি বিষয়ের সহিত সম্পৃক্ত এবং আহমদীদের ইহা উত্তমরূপে মনে রাখা উচিত।

প্রথম মূল বিতর্ক এই যে, কোরআন করীম বা সুন্নতে নবুবী ইহার অনুমতি দেয় কি যে, কোন ব্যক্তির প্রতি ঐ ধর্ম আরোপ করা যায় যাহা সে নিজেই স্বীকার করে না? উদাহারণ স্বরূপ কোন ব্যক্তি বলে যে, সে মোশরেক নয়। কিন্তু কোরআন এই কথার অনুমতি দান করে ও আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এইরূপ আমল করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উক্ত ব্যক্তি নিজেকে মোশরেক বলিয়া অস্বীকার করা সত্বেও আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাহাকে মোশরেকই বলিয়াছেন। অথবা কোন ব্যক্তি বলে যে, সে খৃষ্টান। কিন্তু কোরআন করীম ও আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন যে, আসলে তুমি খ্রীষ্টান নও। এই দুই প্রকারের অবস্থা কি কোরআন করীম হইতে কখনো প্রমাণিত হয়? সুন্নতে নবুবীতে কি ইহার কোন উদাহরণ আছে? ইহাই মৌলিক বিষয়। যদি ইহার একটি উদাহরণও না থাকে এবং কোরআন করীমের একটি আয়াতও মানুষকে এই অধিকার দান না করে যে, কাহারো ধর্মীয় দাবীর বিরুদ্ধে তাহার প্রতি কোন ধর্ম আরোপ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে পরবর্ত্তী সমস্ত বিতর্কই অর্থহীন ও অবান্তর হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় বিতর্ক ইহা নয় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে অমুসলমানদের কি অধিকার রহিয়াছে। ইহাও কার্যতঃ আমাদের মোকদ্দমার সংগে সম্পর্কবিহীন।

প্রশ্ন এই যে, কোরআন করীমকে সত্য মনে করার অধিকার কোন অমুসলমানের আছে কি নাই, খোদাকে এক ও অদ্বিতীয় মনে করার অধিকার তাহার আছে কি নাই এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সত্য বলিয়া এলান করার অধিকার তাহার আছে কি নাই? ইহাই মূল বিতর্ক। যদি অধিকার না থাকে তাহা হইলে তোমরা অমুসলমানের সংজ্ঞায় কেন এই সংশোধনী আনয়ন করিয়া ফিরিতেছ? কেননা ইসলামকে সত্য মনে করার অধিকারই তাহার নাই। কিন্তু যদি তাহার এই অধিকার থাকে, তাহা হইলে ইহা কি তাহার সাবিক অধিকার যে, একদম সমগ্র ইসলামকে সে এক সংগে সত্য মনে করিবে? অথবা ইহাও তাহার অধিকার রহিয়াছে যে, যতখানি সে বুঝিতে পারিবে ততখানি সে মানিতে থাকিবে? যদি তাহার এই অধিকার না থাকে, তাহা হইলে ইহা

মুশকিলের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে যে, যদি সে বিতর্ককালে এই কথা স্বীকার করিয়া নেয় যে খোদা এক, তাহা হইলে আপনারা বলিবেন যে, নিশ্চয়ই তোমার এই অধিকার নাই যে তুমি খোদার একত্বের এলান করিতে পার। কেননা তুমি ইসলামের অন্যান্য কথা স্বীকার কর না। যদি তাহার মস্তিষ্কে এই কথা প্রবিষ্ট হইয়া যায় যে খোদাও এক এবং হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামও সত্য, কিন্তু হাশর নশরের সত্যতা সে বুঝিতে পারে না, তবে কি ইসলাম এই কথা বলিবে যে, তুমি উপরোক্ত দুইটি কথাও মানিতে পার না? কেননা তুমি হাশর-নশর বিশ্বাস কর না। যদি এই কথা বলা হয় যে, কোরআন করীম সত্যের শিক্ষা দান করে, মন্দ কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকার শিক্ষা দান করে এবং ইবাদত করার জন্য আদেশ দান করে এবং এইগুলিতো সত্য কথা। অতএব এইগুলির উপর আমাদের আমল করা উচিত। কিন্তু রোযার ব্যাপারটা আমরা বুঝিতে পারি না। তাহা হইলে কি কোরআন আমাদিগকে নামাজ পড়িতে বাধা দান করিবে? অধিকাংশ মুসলমান যাহারা কোরআনের এক অংশের উপর আমল করে, কিন্তু অন্য অংশের উপর আমল করে না, তাহা হইলে তাহাদের অবস্থান কি দাঁড়াইবে?

অতএব বিতর্কযোগ্য মূল কথাটা ইহাই ছিল যে, কোরআন করীমের কোন অংশের উপর যদি কাহারো ঈমান আসে, তবে কি ইসলামী শরিয়ত কোন মানুষকে এই অধিকার দান করে যে, যে অংশের উপর কোন ব্যক্তি ঈমান আনয়ন করে সে ঐ অংশ আমল করিতে গেলে তাহাকে বাধা দান করিতে হইবে। সর্বসাকুল্যে কথা এতটুকু মাত্র। আমাদের মামলায় তাহারা যে নীতি অবলম্বন করিয়াছে, উহা সম্পূর্ণরূপে ইহার বিপরীত। তাহারা এই নীতি অবলম্বন করিয়াছে যে, আমাদের নাম অন্য কিছু রাখিল। উদাহরণস্বরূপ, কোন একটি বাগানের নাম মরুভূমি রাখিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর বলা হইল যে আমরা নাম রাখিয়া দিলাম। প্রথমে নাম রাখা হইল এবং অতঃপর বলা হইল যে, যখন আমরা মরুভূমি নাম দিয়াছি তখন ফুলের কি প্রয়োজন আছে এখানে? ফল এবং বৃক্ষ, চারাগাছ এবং ফুলওয়ালা গাছের কি অর্থ থাকিতে পারে এখানে? ফুলগাছের লাইনের কি মনে আছে এখানে? এখানে পানি দেওয়ার কি অর্থ আছে? সকল বৃক্ষরাজি এই স্থান হইতে উৎপাটিত করিয়া ফেল। সব গাছপালা ও লতাপাতা এখানে বকওয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা আমরা যখন মরুভূমি বলিতেছি তখন ইহার মরুভূমি হওয়াই উচিত।

অতএব প্রথমে নাম রাখা হইল অমুসলমান। ইহা বড়ই জাহেলিয়াত। অমুসলমানতো কোন ধর্মের নাম নয়। অমুসলমান যখন বলা হয়, তখন যতক্ষণ পর্যন্ত ইহার ধর্ম নির্দ্ধারণ না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত জানিতে পারা যায় না যে, ইহা কোন্ খাতে পড়িবে। যেহেতু ইহা তাহাদের দাবীর বিরুদ্ধে. অতএব এই কথা বলা ছাড়া আর কোন উপায় নাই যে, আমরা তোমাদিগকে অমুসলমান বলিয়া দিয়াছি, কিন্তু এখন তোমাদের মর্জি, যাহা ইচ্ছা কর। যে ধর্ম তোমাদের জন্য ভাল মনে কর তাহাই পালন কর। যাহাহউক

আমরা তোমাদিগকে অমুসলমানই মনে করিতে থাকিব। ইহাতো একটি যথার্থ কথা। অন্যথা তোমরা বল যে, যেহেতু আমারা তোমাদিগকে অমুসলমান বলি, অতএব ইসলামের কোন হুকুমের উপর আমরা তোমাদিগকে আমল করিতে দিব না। এই জাহেলিয়াতই তাহারা এখতেয়ার করিয়াছে। অতঃপর দ্বিতীয় মুশকিল এই যে, তাহারা আমাদিগকে অমুসলমানও বলিয়া দিয়াছে এবং ইসলামের উপর আমলও করিতে দিবে না। এমতাবস্থায় তাহারা কি আমাদের জন্য কোন শরিয়ত তৈয়ার করিয়া দিবে, না দিবে না? আমি বলি তোমাদের যাহা মর্জি তৈয়ার করিয়া লও: ইহার অর্থ মানুষ নিজেই শরিয়ত তৈয়ার করিবে। ইহাও বড়ই জাহেলিয়াতের কথা। যেমন তোমাদের মর্জি, যে ধরণের শরিয়ত তোমরা তৈয়ার করিতে চাও, ঐ ধরণের শরিয়ত তৈয়ার কর।

বস্তুতঃ শরিয়ততো উহাই হইবে যাহা খোদা তৈয়ার করেন। অতএব আপনারা আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের উপর যেমন মর্জি আক্রমণ করুন। যেহেতু আপনারা আমাদিগকে অমুসলমান বলেন এবং আমরা ইসলামের উপর আমল করিতে পারিব না, অতএব আমাদের জন্য কোন একটি শরিয়ততো তৈয়ার করিয়া দিন এবং বলুন যে, অমুক শরিয়ত তোমাদের জন্য তৈয়ার করা হইয়াছে। অভিন্ন মতাদর্শের (মতভেদ বিহীন বিষয়াবলী) অর্থতো এই যে, অমুক বস্তু অমুক বস্তুর সংগে মিলিতে পারিবে না। এই বুনিয়াদই তাহারা ব্যক্ত করিয়াছে। যেহেতু তোমাদের সংগে আমাদের কিছুই মিল হওয়া উচিত নয়, অতএব একটি নূতন শরিয়ত তৈয়ার করিয়াতো দেখাও।

এই বিষয়ে পূর্বেও আমি সবিস্তারে উল্লেখ করিয়াছিলাম যে, ইসলাম যেখানে কোন ইতিবাচক হুকুম দান করে, যদি সে স্থলে নেতিবাচক হুকুম দেওয়া যায়, তাহা হইলে শরিয়ত তৈয়ার হইবে। অন্যথা যেখানে ইতিবাচক হুকুমের সহিত কোন ইতিবাচক হুকুম মিলিয়া যায়, সেখানে পরস্পরের মধ্যে মতৈক্য সৃষ্টি হইয়া যাইবে। এমতাবস্থায় তাহারা বলিতে আরম্ভ করিবে যে, দেখুন, সেই মুসলমানী ব্যাপার আবার শুরু হইয়া গিয়াছে। অনুরূপভাবে কোরআন করীম যেখানে নেতিবাচক হুকুম দান করিয়াছে, সেখানে ইতিবাচক হুকুম তৈয়ার করিতে হইবে। অন্যথা আমাদের শরিয়ত ও তোমাদের শরিয়তের মধ্যে আবারও সামঞ্জস্য সৃষ্টি হইয়া যাইবে। অতএব তোমাদিগকে উপরোক্ত নীতি ও পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে হইবে। কেবলমাত্র এই ফয়সালাই যথেষ্ট নয় যে, ইসলাম তোমাদিগকে কোন অধিকার দেয় না। তোমাদিগকে উপরোক্ত নীতি ও পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে হইবে, যাহাতে আহমদী-দিগের ইসলামের উপর আমল করার অধিকার না থাকে। ইহার জন্য শরিয়ত তৈয়ার করিতে হইবে। তোমরা যখন আহমদীদিগকে ইসলামের উপর আমল করার অধিকার দাও না, তখন উহার নেতিবাচক দিকটা আপনা আপনিই প্রমাণিত হইয়া পড়ে। ইহার অর্থ, "তাহা-দিগকে নির্দেশ দেওয়া হইবে যে, এই দেশে তোমরা সর্বপ্রকারের অইসলামিক ক্রিয়া কর্ম কর। এই জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রনয়ণ করা হইয়াছে এবং ইহাতেই আমরা সন্তুষ্ট হইব,

কিন্তু তোমরা যদি কোন ইসলামী ক্রিয়া কর্ম করিয়া বস, তাহা হইলে আগুন লাগিয়া যাইবে এবং এই আগুণই আমরা তোমাদের গৃহে লাগানোর জন্য চেষ্টা করিব।"

শরিয়তী কোর্টের ফয়সালা উপরোক্ত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। যেহেতু লোকদের সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে আমরা মুসলমান, অতএব শরিয়তী কোর্ট অভিন্ন মতাদর্শের হুকুমও দিতে পারে না। সুতরাং তাহারা নাচার। তাহারা অভিন্ন মতাদর্শ কোন ক্রমেই হইতে দিতে পারে না। পাকিস্তান সরকার চারিটি বিষয়ে অভিন্ন মতাদর্শ নিষিদ্ধ করিয়াছে এবং যদি কোরআন করীমের মস্‌লাই হয়, তবে অবশিষ্ট বিষয়গুলিও কোরআন নিষিদ্ধ করিবে। যদি কোরআন করীমের উপরই নির্ভর করিতে হয়, তাহা হইলে প্রমাণ করিতে হইবে যে, ইসলাম এই বিষয়গুলিতে বা এই হুকুমগুলির ব্যাপারে অভিন্ন মতাদর্শের অনুমতি দান করে না। আসল কথা এই যে, তাহাদের মসিবত এই জন্য সৃষ্টি হইয়াছে যে, তাহারা মুসলমানকে অমুসলমান বলিয়া বসিয়াছে। আহমদীদিগকে অমুসলমান বলার পর তাহাদের আচরণ, তাহাদের উঠা বসা এবং তাহাদের ইবাদত কোরআন করীমের হুকুম অনুযায়ী আমল করিতে বাধা দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর তাহারা (পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ) দেখিতে আরম্ভ করিল যে, যাহাদিগকে আমরা মুসলমান বলি তাহাদের চাইতেও ইহারা উপরোক্ত বিষয়গুলিতে অধিক উত্তম। ইহারা অধিক নামাজ পড়ে। ইহারা অধিক সত্যবাদী, ইহারা ঘুষ খায় না, ইহাদের কাজে কর্মে কোন জুলুম ও নৃসংশতা নাই এবং আদালতে ইহারা মিথ্যা কথা বলে না। অতএব লোকেরা যখন আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, তোমরা তো ইহাদিগকে অমুসলমান বলিতেছ। কিন্তু তাহাদের আমলতো বলিয়া দিতেছে যে তাহারা মুসলমান। তখন আমরা ইহার কি জওয়াব দিব? তাহারা বলিল যে, আচ্ছা, তাহা হইলে ইহাদিগকে অমুসলমান বানাইয়াই দেখাইয়া দিব।

যেহেতু আমরা তোমাদিগকে অমুসলমান বলিয়া দিয়াছি, অতএব তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত না বদ্ আমল করিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ইসলাম হইতে বিমুখ হইবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না কোরআন করীমকে নিজেদের জন্য আমলের অযোগ্য কেতাব বলিয়া স্বীকার করিবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না এই বিশ্বাস পোষণ করিবে যে, ইসলাম যাহা কিছু বলিয়াছে তোমরা উহার বিপরীত কাজ করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তোমাদিগকে রেহাই দিতে পারি না। অতএব এই ব্যাপারটি কেবল মাত্র এইখানেই শেষ হইয়া যায় না। ইসলামতো কেবল মাত্র চারটি বিষয় সম্বন্ধেই বলে নাই। অভিন্ন মতাদর্শতো অনেক বাড়িয়া যাইবে। অতঃপর প্রত্যেক আহমদীর দ্বারাতো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করাইতে হইবে। কেননা তোমরা তাহাদিগকে ইসলামের উপর আমল করিতে বাধা দিতেছ। এই আইন প্রনয়ণ করিতে হইবে যে, যে সকল আহমদী হত্যাকাণ্ড ঘটাইবে না, তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে। কেননা হত্যা না করিলে তোমরা ইসলামের সংগে সাদৃশ্যযুক্ত হইয়া পড়িবে। যদি কোন আহমদী নিজের জীবন বাঁচাইতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে হত্যা করিতে হইবে, যাহাতে মুসলমানদের সংগে সাদৃশ্যযুক্ত হইয়া না পড়ে। যদি কোন আহমদী সত্য সাক্ষ্য দান করে তবে Purging এর অপরাধে

তাহার শাস্তি হওয়া উচিত। কেননা সত্য সাক্ষ্য দান করিলে মুসলমানের মত আচরণ করা হইবে! যে আহমদী আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দান করিবে, সে তো খুবই একটা উত্তম কাজ করিবে! জাযাকুমুল্লাহ। কেননা সেতো মুসলমান হইল না !!

পক্ষান্তরে বেচারারা ইহাও জানে না যে, আজকাল যে সাধারণ পরিস্থিতি বিরাজ করিতেছে তাহাতে অধিকাংশ মুসলমান মিথ্যা কথা বলে এবং তাহাদের নিকট ইহা কোন পীড়াদায়ক ব্যাপার নয়। কেননা সমাজই এমনি ধরনের। পাকিস্তানের আদালতে ভুরি ভুরি মিথ্যা কথা বলা হয়। ইহা সারা বিশ্ব অবগত আছে। সকল জজ ইহা অবগত আছেন। সমস্ত উকিল সমাজ ইহা অবগত আছে। পুলিশ এই জাতীয় কেইস সাজাইয়া তৈয়ার করিতেছে। অতএব আপনারা তাহাদিগকে ইসলামের উপর আমল করিতে বাধা দিয়া ভুলক্রমে সাদৃশ্যযুক্ত করিয়া দিয়াছেন! আপনারা এই কথা বুঝিতে পারেন নাই যে, আহমদীদের আমল যাহাতে ইসলামের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত না হইয়া পড়ে, এই জন্য আপনারা তাহাদিগকে যে সকল কাজ করিতে বাধা দিয়াছেন, তদদরুন আপনারা প্রকারান্তরে তাহাদিগকে মুসলমানদের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত করিয়া দিতেছেন। পূর্বেতো উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হইত। এখন আপনারা বলিতেছেন যে, এই পার্থক্যও থাকিতে দিব না। অতএব আপনাদের যেমন মর্জি হস্তক্ষেপ করিতেছেন। যদি আপনারা উপরোক্ত আহম্মকীপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে কোথাও আপনারা কামিয়াব হইতে পারিবেন না। বরং ইহাতে বিপরীত ফল ফলিবে।

যাহা হউক, প্রকৃত যে ময়দান, উহাতো দোওয়ার ময়দান। যাহা কিছু ইহাদের (পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ) করার ছিল, তাহাতো ইহারা করিয়াছে এবং আরো কিছু করিবে। বিষয়টি তাহারা এতদূর গড়াইয়া লইয়া যাইতেছে যে, আমি বারবার সতর্ক করিয়াছি, ইহার পরে খোদার তকদীর নিশ্চিতভাবে হস্তক্ষেপ করিবে। ধর্মের সহিত এই ধরণের হাসি ঠাট্টা চলিতেছে এবং স্বীয় ধর্মের উপর এইরূপ চূড়ান্ত জুলুম করা হইতেছে এবং ইসলামের এইরূপ ভীতিপ্রদ চেহারা দুনিয়ার সামনে পেশ করা হইতেছে যে, পৃথিবীতে যাহারা পূর্বে মুসলমান হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়াছিল, তাহারাও তওবা করিয়া পলায়ন করিবে।

অতএব যদি এইরূপ মনে করা হয় যে, খোদার তকদীর হস্তক্ষেপ করিবে না, তাহা হইলে উহা বড়ই বোকামী হইবে। নিশ্চয়ই খোদা হস্তক্ষেপ করিবেন। অতএব এই ব্যাপারে আপনারা ভাবুন। আমাদের কথা ভাবিবেন না। আমাদের কথা ভাবিবার জন্য খোদা মওজুদ রহিয়াছেন। আপনারা নিজেদের সম্বন্ধে ভাবুন যে, খোদার বিরুদ্ধাচরণ করার পরে কাহারো আর বন্ধু থাকে না। যখন খোদার তরফ হইতে পাকড়াও-এর সিদ্ধান্ত হইয়া যায় তখন :— لا مرد لهم কেহ থাকে না যে খোদাকে এই কাজে বাধা দান করিতে পারে। তিনি যখন কোন জাতি সম্বন্ধে মন্দ তকদীরের ফয়সালা গ্রহণ করেন তখন উহা জারী না হইয়া পারে না।

(ক্রমশঃ)

(ক্যাসেটে রেকর্ডকৃত খোৎবা হইতে অনুদিত) অনুবাদ : **নজির আহমদ ভুইয়া**

মজলুম বনাম জালেম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৩। মসিলে ইসা আঃ-এর যুগের সাক্ষ্য ঃ

পবিত্র কোরআনের সূরা আল-নূরের আয়াতে-এস্তেখলাফে (আয়াত ৫৬) আল্লাহতায়ালা সৎকর্মশীল মোমেনদের সংগে যে ওয়াদা করেছেন সেই ওয়াদা অনুযায়ী পূর্ববর্তী বনী-ইস্রায়েল জাতির মধ্যে যে প্রকারে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল সেই প্রকারে মুসলিম উম্মতের মধ্যেও খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা হবে ("কামাস তাখ্লাফাল লাযীনা মীন কাবলিহিম," অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের মধ্যে যে ভাবে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেইভাবে এই উম্মতের মধ্যেও তিনি খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন)। হযরত মুসা (আঃ)-এর আবির্ভাবের তেরশত বছর পর ইস্রায়েল জাতি অধঃপতনের চরম সীমায় পৌঁছার ফলে আল্লাহতা'লা তাদের মধ্যে হযরত ঈসা (আঃ)-এর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। অনুরূপভাবে মুসলিম জাতি কালক্রমে দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতনের শিকার হয়ে পড়ে এবং হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর আবির্ভাবের তের শত বছর পর তথা চৌদ্দশত হিজরীর প্রারম্ভে 'মসীলে ঈসা' (ঈসার সদৃশ) তথা প্রতিশ্রুত মসীহ এবং ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমনের মাধ্যমে খেলাফত ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং উপরোক্ত আয়াতের অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য মূলক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। পবিত্র কুরআনের সূরা জুমা (আয়াত ৪--৫) ও সূরা সাফ (আয়াত ৭--১০) অনুযায়ী 'মসীলো-ঈসা রূপে মুহম্মদী উম্মতে যাঁর আবির্ভাবের প্রতিশ্রুতি রয়েছে হাদিসে নববীতেও সেই প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত হয়েছে। যেমন বুখারী শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ "কাইফা আনতুম এযা নাজলাবনু মরিয়ামা ফিকুম ওয়া ইমামুকুম মিনকুম" অর্থাৎ তোমরা কত সৌভাগ্যশীল হবে যখন তোমাদের মধ্যে মরিয়ম পুত্র আগমন করবেন এবং তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের ইমাম হবেন"।" মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে যে, ঈসা ইবনে মরিয়ম তোমাদের মধ্যকার হয়ে তোমাদের ইমামতি করবেন। ইবনে মাজা শরীফের হাদীসে রয়েছে যে মাহদী ও ঈসা একই ব্যক্তি হবেন। আবু দাউদ শরীফের হদীসে আছে যে প্রত্যেক মুমেনের ইমাম মাহদীর সহায়তা করা ওয়াজেব (অবশ্য কর্তব্য) হবে।

বস্তুতপক্ষে পবিত্র কুরআন-হাদীস দ্বারা একথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত যে, ইসরাইল জাতির পুনরুদ্ধার কল্পে যেভাবে হযরত মুসা (আঃ)-এর তেরশত বছর পরে হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমন ঘটেছিল তেমনি ভাবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর তের শত বছর পর বণী ইসরাইলী নবী হযরত ঈসার অনুরূপ এক মহামানব আবির্ভূত হবেন যাঁকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সহিত সাদৃশ্যের কারণে ঈসা ইবনে মরিয়ম নামে রূপকভাবে অভিহিত করা হয়েছে। অন্যথা, আকাশ হতে বণী-ইসরাইলী ঈসা (আঃ)-এর পুনরাগমন বিশ্বাস করতে হলে সেই ঈসাকে বিগত প্রায় দুই হাজার বছর ধরে কোথাও স্বশরীরে বেঁচে থাকতে হয় যা পবিত্র কোরআন ও বিজ্ঞানের দ্বারা এবং বাস্তব ঘটনা দ্বারা সাব্যস্ত হয় না। বরং আজ একথা প্রমাণিত যে হযরত ঈসা (আঃ) একজন মানুষ ও নবী ছিলেন এবং সকল নবীর ন্যায় যথাসময়ে তাঁরও মৃত্যু হয়েছে। ভবিষ্যদ্বাণীতে রূপকের ব্যবহার এবং উহার আক্ষরিক ব্যাখ্যার জন্য ইহুদী জাতি হযরত ঈসা (আঃ)-কে অস্বীকার করেছিল। ইহুদীগণ হযরত ঈসা (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, ঈসার আগে হযরত ইলিয়াস (এলিয়া) নবী, যিনি আকাশে চলে গিয়েছিলেন বলে তাদের ধারণা, তিনি আকাশ থেকে পুনরাগমন করবেন। হযরত ঈসা

(আঃ) এই প্রশ্নের মীমাংসা করে বলেছিলেন যে, হযরত ইয়াহিয়া (আঃ) এর মাধ্যমে ইলিয়াসের আগমনের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু ইহুদীগণ তাঁর এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং তাঁর উপর বর্ণনাতীত অত্যাচার ও নিপীড়ন চালায়, তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে এবং তাঁর অনুসারীদের উপর সুদীর্ঘ তিনশত বছর পর্যন্ত নির্যাতন চালায়।

পবিত্র কুরআন, হাদীস এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ পূর্ণ করে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন 'ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত ঈসা' রূপে এই পৃথিবী হতে (আকাশ ও যমীনের স্রষ্টা খোদাতায়ালার নির্দেশে) এবং মুহাম্মদী উম্মত হতে (হাদীসে বর্ণিত 'ইমামুকুম মিনকুম' অনুযায়ী।) হযরত মির্যা গোলাম আহমদী (আঃ) দাবী পেশ করলেন তখন হতে আজ পর্যন্ত বিরোধিতার প্রবল ঝড় প্রবাহিত হয়ে চলেছে। বিগত ৯৫ বছর ধরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া জামাতের রুহানী কর্ম-তৎপরতা এশীয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে প্রসারিত হয়ে চলেছে সর্ব প্রকার বাধা-বিপত্তি সত্বেও সাফল্যের পর সাফল্য লাভ করে চলেছে। সেই সংগে প্রত্যেকটি সাফল্যের জন্য এই জামাতকে চরম কুরবাণী সমূহ পেশ করতে হয়েছে। কেননা তাঁর দাবীর দিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মোল্লাশ্রেণী এবং তাদের দ্বারা উত্তেজিত জন-সাধারণ বিভিন্ন সময়ে চেষ্টা চালিয়েছে তাঁকে এবং তাঁর ইসলামী প্রচার তৎপরতাকে বানচাল করে দিতে। সমগ্র ভারতে তৎকালীন উলেমা ও মোল্লাগণ তাঁকে 'কাফের' বলে ঘোষণা করে 'স্বাক্ষর অভিযান' চালিয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে সভা-সমিতি করেছে। খৃষ্টান পাদ্রীগণ এবং হিন্দু ও আর্য সমাজীগণ তাঁর বিরোধিতা করেছে। কিন্তু তিনি অসীম সাহসে খোদাতা'লার আশ্রয়তলে থেকে ইসলামের সেবা করেছেন। যখন মোল্লাদের কারসাজি কিছুতেই কিছু করতে পারলো না এবং পক্ষান্তরে আহমদীয়া জামাতের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার কারণে, যুক্তি-জ্ঞানের শক্তির কাছে মোল্লাশ্রেণীর অবস্থা টল-টলায়মান, তখন তাদের বিরোধিতা যুলুম ও অত্যাচারের রূপ পরিগ্রহ করতে লাগলো, আক্রমণ ও নিপীড়নের আকার ধারণ করলো। ১৯৩৪ ইং সনে আহরারী আলেমগণ এমন একটি আহমদীয়া-বিরোধী ফেতনা শুরু করলো যদ্বারা তারা আহমদীয়া জামাতকে আক্ষরিক অর্থে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু তাদের সেই পরিকল্পনার ফলে আহমদীদের সাময়িক ক্ষতি হলেও পরিণামে আহমদীগণ শুধু রক্ষাই পান নই, বরং এই পরিকল্পার জবাবে বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া জামাতের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ব্যবস্থাকে তরান্বিত করার জন্য বিশেষ কার্যক্রম গৃহীত হতে থাকে এবং বহির্বিশ্বে ইসলাম আরো দ্রুত গতিতে প্রচারিত হতে থাকে।

অনুরূপভাবে ১৯৫২/৫৩ সনে মৌদুদী সাহেব এবং তাঁর জামাত আহমদীয়া-বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করতে সমর্থ হয় এবং পাঞ্জাবে দাংগা ও হাংগামার মাধ্যমে আহমদীদের জান ও মালের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। আদালতের বিচারে মৌদুদী সাহেবের ফাসির হুকুম দেওয়া হয়। মৌদুদী ফেতনার ফলে সাময়িকভাবে আহমদীদেক পুণরায় প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করতে হলেও অচিরেই এই রুহানী আন্দোলন আল্লাহতা'লার বিশেষ অনুগ্রহ

ও সাহায্য পুষ্ট হয়ে দুর্বার গতিতে বিশ্বের কোণে কোণে প্রচারিত হতে থাকে।

অতঃপর ১৯৭৪ সালে পাকিস্তান সরকারও এই বিরোধিতা ও যুলুম-বাজীর সংগে যোগ দিল। এতকাল ধরে মৌলবী-মোল্লাগণ নিজেরা নানা প্রকার চেষ্টা করেও যখন তারা কিছু করতে পারলো না, তখন তারা এইবার সরকারী মদদে পরিপুষ্ট হয়ে আহমদী মুসলমানদের উপর চড়াও হলো। তাদের বাড়ীঘর লুণ্ঠন করলো, তাদেক 'নট-মুসলিম" বলে আইন পাশ করলো, নানা প্রকার বিধি-নিষেধের বেড়াজাল তৈরী করলো—এক কথায় সরকার ও মোল্লারা মিলে যুলুমের যাঁতাকল দ্বারা নিষ্পেষণের সকল কৌশল প্রয়োগ করলো। কিন্তু সর্বকালের মৌলনীতি অনুযায়ী যালেমদের মনবাঞ্ছা শেষ পর্যন্ত পূর্ণ হলো না। বরং এই সকল ঘটনা দ্বারা বিরুদ্ধবাদীদেরই অমানবিক এবং অ-ইসলামী চেহারাই বিশ্ব-সমাজের সুধী মহলে আরো ব্যাপকভাবে অনাবৃত হয়ে পড়লো। অন্যদিকে আল্লাহর ফজলে আহমদীয়া জামাত আরো প্রবলভাবে দেশে ও বিদেশে বিস্তৃতি লাভ করতে লাগলো। পাকিস্তান সরকার-প্রধান ভুট্টোর চরম পরিণতি ঘটলো, যে পরিণতির কথা ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আঃ) হওয়ার দাবীদার তথা আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ১৮৯১ সালে খোদা-তায়ালার কাছ থেকে জানতে পেরে তাঁর সুবিখ্যাত 'ইযালা আওহাম' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা এবং সেই সংগে মোল্লাদের যুলুমবাজীর অযৌক্তিকতা লক্ষ্য করে এবং পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ ও হাদীসস-ভিত্তিক আহমদীয়া মতবাদের যুক্তি ও নিদর্শনাবলীর ঔজ্জ্বল্য ও শক্তি-মত্তা অনুধাবন করে আহমদীয়া জামাতের প্রচার সাফল্য দিন দিন বাড়তেই লাগলো—বিরুদ্ধবাদীদের মর্ম-ব্যাথা আর দন্ত পেষণ সত্বেও!

এরপর এলো ১৯৮৪ সালের মে মাস। এবার পাকিস্তানের সামরিক শাসনের আওতার আরো কঠোরতর ব্যবস্থা নিতে এগিয়ে আসলো মোল্লা-সমাজ এবং সামরিক শাসন-ব্যবস্থা। তারা সুপরিকল্পিত পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করলো এবং ঘোষণা করলো মানব-ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম মানবতা বিরোধী কালা-কানুন, যাতে বলা হলো আহমদীরা নিজেকে শুধু মুসলমানই বলতে পারবে না, তাদের আচার-অনুষ্ঠানেও মুসলিম বলে প্রকাশ করতে পারবে না, আযান দিতে পারবে না, ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করতে পারবে না। ঘোষণায় বলা হলো: আইন অমান্যকারীকে সশ্রম কারাদণ্ড, জামিনহীনভাবে বন্দী এবং যে কোন পরিমাণ জরিমানার পরিমাণ শাস্তি দেওয়া হবে। ফলতঃ নতুন উদ্যমে স্বৈরাচারী পদ্ধতিতে আবার আহমদীয়া বিরোধী তৎপরতা শুরু হয়েছে, অত্যাচার ও যুলুমের নতুন কারসাজি শুরু হয়েছে ধর্মের নামে এবং ধর্ম-সেবার পোষাকে। আর এই যুলুমের শিকার হয়েছে মজলুম এবং নিপীড়িত আহমদীয়া জামাতের শান্তিপ্রিয় সচ্চরিত্র বিশিষ্ট সদস্যবৃন্দ। কিন্তু ধর্মের নামে জুলুমকারীগণ কি ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব বেমালুম ভুলে বসে? অবশ্য বর্তমান যামানার অবস্থা এরূপ হবে বলেই তো ইমাম মাহদী (আঃ) এর আসার দরকার ছিল। হে জালেম সমাজ, তোমরা কি ভুলে গেছ যে, ধর্ম হলো হৃদয়ের পরিবর্তন, আত্মিক উৎকর্ষতা এবং খোদা-মিলনের নাম?

ধর্ম কোন রাজনৈতিক দল গঠন নহে। ধর্ম কোন জাতির নাম নহে। ধর্ম কোন দেশকে বুঝায় না। ধর্মের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সৃষ্টি, যা হৃদয়ের অন্তস্থলে সংঘটিত হয়। কোন তরবারি, কোন ক্ষমতা. কোন শক্তি প্রয়োগ, কোন ভয়াবহ নির্যাতন দ্বারা চিত্তের পরিবর্তন আসার ব্যাপারে ততটুকু শক্তিও রাখেনা যতখানি একটি পিপীলিকা উচ্চ পর্বতমালাকে স্থানচ্যুত করার জন্য রাখে। আল্লাহ্‌তা'লা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন: "বলিয়া দাও, সত্য তোমাদের স্রষ্টা ও রব্বের নিকট হইতে আসিয়াছে। এখন ইমান আনা বা না আনা তোমাদের ইচ্ছাধীন" (সুরা কাহফ: ৪ রুকু)। অনুরূপভাবে খোদাতা'লা স্পষ্টরূপে ঘোষণা করেছেন: "লা ইকরাহা ফিদ্দীন" অর্থাৎ ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি বৈধ নয়।" (সুরা বাকারা: ৩৪ রুকু)। ('ধর্মের নামে রক্তপাত' পুস্তক দ্রষ্টব্য)। তাই আমরা আশা করবো যে, মুক্ত-বিবেক এবং চিন্তা-বুদ্ধি সম্পন্ন সুধী সমাজ বিষয়টি সম্বন্ধে গভীরভাবে উপলব্ধি করবে। জুলুম-কারীদের কারসাজী হতে মজলুম আহমদীগণ যেন রক্ষা পান এবং ন্যায় ও সত্য যেন দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয় সেই প্রার্থনা জানাই পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তা'লার সমীপে। আল্লাহ্‌তা'লা মজলুমের দোয়া অবশ্যই কবুল করবেন।

এই অত্যাচার ও দমন-নীতির বিশ্লেষণ ঃ

বর্তমান যুগ তথাকথিত শিক্ষা ও সভ্যতার গরিমার অধিকারী হওয়া সত্বেও ধর্মের নামে মানুষের মৌলিক অধিকার হতে চিরতরে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানে আহমদীয়া জামাতের সদস্যদের ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে, অকথ্য অন্যায় ও অত্যাচার করা হয়েছে, তাদের মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে, মসজিদ হতে পবিত্র কলেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" মুছে ফেলা হয়েছে. আযান দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সালাম দেওয়া অথবা কোন প্রকার ইসলামী চাল-চালনকে শাস্তিমূলক অপরাধরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে! কোথাও বা আহমদী নির্দোষ যুবককে গ্রেপ্তার করে নির্মমভাবে প্রহার করা হয়েছে এবং নিদারুন দৈহিক যন্ত্রনার দ্বারা মিথ্যা স্বীকারুক্তি স্বাক্ষর করার কারসাজী প্রচীন জংলী যুগের ইতিহাস-কেই স্মরণ করাচ্ছে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই অত্যাচার, এই জুলুম-বাজী আর নির্যাতনের কারণ কি এবং এর ফলাফলই বা কি হতে পারে?

প্রথমতঃ উল্লেখ্য যে আহমদীগণের বিরুদ্ধে বিগত ৯৫ বছরে মোল্লাগণ কর্তৃক এবং কয়েক বছর ধরে পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যেভাবে অপ-প্রচার এবং বিরোধিতামূলক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, তদ্বারা আহমদীয়া মতবাদের মোকাবেলায় বিরুদ্ধবাদীদের নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং যুক্তি ভিত্তিক দেউলিয়া-পানা এবং দৈন্যই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয়তঃ, পবিত্র কুরআনে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর যুগের অবস্থা সম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে সেগুলিই পূর্ণতা লাভ করেছে এই সকল ঘটনাবলী দ্বারা এবং তার ফলে আহমদীয়া মতবাদের সত্যতাই প্রমাণিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দু'টি আয়াতের উল্লেখ করা হলো।

পবিত্র কোরআনে সুরা ফাতাহ : ৩০ আয়াতে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর সাহাবীদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং সেই সংগে মসীলে ঈসা তথা হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সংগীদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে "মাসালুহুম ফিত-তাওরাতে ওয়া মাসালুহুম ফিল-ইঞ্জিল")। শেষোক্ত উপমায় বলা হয়েছে যে, "বীজ হতে যেমন চারা জন্মে তারপর সেই চারা ক্রমান্বয়ে শক্ত এবং মোটা-সোটা হতে থাকে, কাণ্ডের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যা দেখে কৃষকরা খুশী হয় এবং তাদের দেখে অবিশ্বাসীরা রাগে গরগর করতে থাকে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌তায়ালা বিশ্বাসী এবং সৎকর্ম-কারীদের জন্য ক্ষমা এবং মহান পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন" (সুরা ফাতাহ : ৩০)। এই বর্ণনা হতে তিনটি বিষয় খুবই সুস্পষ্ট : (১) হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর আরব্ধ সংস্কার-মূলক কার্য্যাবলী এবং প্রচার-তৎপরতা ক্রমবর্ধিত হারে দৃঢ়তার সংগে অগ্রসর হতে থাকবে; (২) এইরূপ ক্রমবর্ধমান সাফল্য দেখে অস্বীকারকারীগণ সক্রোধে জ্বলতে থাকবে। বলা বাহুল্য যে এই ক্রোধ ও জ্বলনের বহিঃপ্রকাশও হয়ে চলছে ক্রম-বর্ধিত হারে; (৩) কিন্তু পরিণামে আল্লাহতায়ালার ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে।

পবিত্র কুরআনে নীতিগতভাবে বলা হয়েছে যে, খোদাতায়ালার সন্তুষ্টি লাভের পথে মোমেনদেরকে বহু কষ্ট, নির্যাতন এবং পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে যেভাবে পূর্ববর্তী উম্মতকে এই সকল অবস্থার মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছিল (সুরা বাকারা ২১৫ আয়াত)। এ সম্বন্ধে প্রারম্ভেই উল্লেখ করেছি। বিশেষভাবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর যুগে প্রাথমিক খৃষ্টানদের উপর অকথ্য অত্যাচার ও নির্যাতনের ঘটনা এবং আসহাবে কাহ্‌ফের ঘটনার সংগে বর্তমান যুগে তথা 'মসীলে ঈসা' অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর যুগে অনুরূপ ঘটনাবলী সংঘঠিত হওয়া ভবিষ্যদ্বাণীরই অংশ বিশেষ। মসীলে ঈসার অনুসারীদের অবস্থাও আসহাবে কাহ্‌ফের অনুরূপ হবে বলে হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। মর্যাদার দিক দিয়ে ইস্রায়েলী মসীহ অপেক্ষা মুহাম্মদী মসীহ উচ্চতর মোকামের অধিকারী সেইজন্য মুহাম্মদী মসীহ হওয়ার দাবী কারক অর্থাৎ আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা অধিকতর সাফল্যের দ্বারা অভিষিক্ত হওয়াও অবধারিত ছিল। এই কারণে বিগত ৯৫ বছরে আহমদীয়া জামাত প্রচণ্ড বাধা-বিপত্তি সত্বেও বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হতে পেরেছে এবং ক্রমান্বয়ে সকল দিক দিয়ে শক্তিশালী সংগঠন রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলেছে। তুলনামূলকভাবে যেখানে প্রথম যুগের খ্রীষ্টানরা প্রথম তিনশত বছর গুহা-গহবরে চুপিসারে ধর্ম পালন করেছে—সেই অবস্থার তুলনায় একশত বছরেরও কম সময়ে আজ আহমদীয়া জামাত বিশ্বের কোণে কোণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠছে—নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার শক্তিতে। যারা বিরুদ্ধবাদী তারা কি ইতিহাসের সবক নিতে ভুলে গিয়েছে—কিভাবে প্রত্যাদিষ্ট যুগ-ইমামকে অমান্য করার জন্য অমান্যকারী জালেমদের পরিণতি কি হয়েছিল? অতীতে যেমন নমরূদ, ফেরাউন, ইহুদী পণ্ডিত ও রোমান বাদশাহদের শোচনীয় অবস্থা

হয়েছিল, যেভাবে আবু জাহলদের অবস্থা হয়েছিল -আজও সেই নীতি প্রযোজ্য। কারণ ইসলামের খোদা জীবন্ত খোদা। যেদিন হতে আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সেদিন হতেই বিরোধিতা তীব্র হতে তীব্রতর হয়েছে। কিন্তু এই জামাত ক্রমন্বয়ে অগ্রগতি লাভ করে চলেছে। আল্লাহতায়ালা এই উম্মতের মসীহ মওউদ (আঃ)-কে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে "ইন্নী মুহীনুম মান আরাদা এহনাতাকা' অর্থাৎ 'যে তোমাকে লাঞ্ছিত করতে চেষ্টা করবে আমি তাকে নিশ্চয়ই লাঞ্ছিত করবো। আহমদীয়া জামাতের ৯৫ বছরের ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য বহণ করছে কিভাবে লাঞ্ছনাকারী ব্যক্তি অথবা রাষ্ট্রনায়ক যেই হোক না কেন সে পরিণামে লাঞ্ছিত হয়েছে। অনরূপভাবে আজও যারা এই পথের পথিক তারা কি ভয়াবহ আযাব এবং লাঞ্ছনাময় পরিণতিকে এড়াতে সক্ষম হবে? জীবন্ত খোদা সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞানী খোদার ভবিষ্যদ্বাণী কখনই মিথ্যা হতে পারে না। সুতরাং লাঞ্ছনাকারীদের জন্য চিন্তার বিষয়ই বটে।

তৃতয়তঃ হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণীগুলিতে বিষয়টি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে যে, হযরত রসুল করিম (সাঃ) বলেছেন যে 'আসহাবে কাহাফ' ইমাম মাহদীর সংগী ও সাহায্যকারী হবেন। (হাফিজ জালাল-উদ্দীন আবদুর রহমান সাইউতি কর্তৃক প্রণীত বিখ্যাত তফসীর গ্রন্থ 'দুররে মুনসুর' থেকে সুরা কাহাফের তফসির দ্রষ্টব্য)। অনরূপভাবে বুখারী শরিফ ও অন্যান্য হাদীসে রয়েছে যে, ধর্মীয় শিক্ষা উঠে যাবে, জাহেলিয়াত প্রসার লাভ করবে, মদের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে, দলের সর্দার ফাসেক হবে, বাদ্যযন্ত্র ও গায়িকা নারীর প্রধান্য হবে। বর্তমান যুগে এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। বায়হাকী ও মেশকাত শরীফে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, "মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে·· যখন আলেমগণ হবে আকাশের নীচে সকল সৃষ্ট-জীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব, তাদের মধ্য হতে ফেতনা ফেসাদ উঠবে এবং তাদের মধ্যেই উহা প্রত্যাবর্তন করবে।" এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কেননা ধর্মের নামে যারা জোর-যুলুম ও নির্যাতন করছে তারা শুধু নিকৃষ্টতমই বটে।

চতুর্থতঃ পূর্বেকার বুজুর্গানে উম্মত যেমন হযরত মহী উদ্দিন ইবনে আরবী (রহঃ), মুজাদ্দিদ আলফে সান (রহঃ), নবাব সিদ্দিক হাসান খান প্রমুখ এই অভিমত পোষণ করেছেন, 'যখন ইমাম মাহদী (আঃ) আবির্ভূত হবেন তখন সমসাময়িক আলেমগণ তাঁর প্রবল বিরোধিতা করবেন'—ফতেহাতে মক্কীয়া (পৃঃ ২৭৩), মকতুবাত (৫৫ নং মকতুব) এবং হুজাজুল কেয়ামাহ (পৃঃ ২৭৩) পুস্তকাবলী দ্রষ্টব্য। বলা বাহুল্য এই সকল বুজুর্গানের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হচ্ছে। বর্তমানের আলেমগণই আগমনকারী মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সবচেয়ে বেশী বিরোধিতা করেছেন।

কিন্তু পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণীগুলির আলোকে এবং এই উম্মতের বুজুর্গানে দ্বীনের ভবিষ্যদ্বাণী সমুহের আলোকে নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য কতজন

প্রস্তুত রয়েছেন? আজ বিশ্বব্যাপী যে সকল নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা রয়েছে তার সমাধান দিতে পারে ইসলাম এবং ইসলামের খেলাফত-ব্যবস্থা যার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছে আহমদীয়া জামাতের মাধ্যমে। যারা এই খেলাফতের বিরোধিতা করছেন এবং আহমদীদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছেন তারা বিষয়টিকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেন নাই—শুধুমাত্র শোনা কথার উপর ভিত্তি করেছেন অথবা ব্যক্তি-স্বার্থজনিত অন্ধত্ব দ্বারা তাড়িত হচ্ছেন। এর ফলে পরিণামে কিন্তু আহমদীদেরই লাভ হচ্ছে!

অত্যাচার মূলক ঘটনাবলীর প্রচারের ফলে মানবতা বিরোধী ও ধর্ম বিরোধী কার্য-কলাপের কারণে বিশ্বের সুধী সমাজ মোল্লাদের যুক্তি-জ্ঞানের দৈন্য এবং জীবন-দর্শনের ভিত্তিহীনতা সম্বন্ধে সম্যকভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ পাচ্ছে। বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যমের দ্বারা এই বিষয়টি বেশী বেশী সম্প্রচারিত হওয়ার কারণে আজ সবাই জানতে পারছে যালেম কারা এবং মজলুম কারা! ফলতঃ মজলুম আহমদীদেরই চূড়ান্ত বিশ্লেষণে অধিকতর লাভ হচ্ছে। বস্তুতঃ ইতিপূর্বে যতবারই আহমদীয়া জামাতের উপরে নির্যাতন করা হয়েছে ততবারই জামাত অধিকতর দ্রুত গতিতে উন্নতি ও সাফল্য লাভ করেছে! আজও তেমনি হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হতে থাকবে, ইনশাল্লাহ।

আজ আহমদীয়া জামাতের সদস্যদেরকে কঠোরভাবে ইসলামী জীবন যাপন করার আদর্শের সংগে সংগে এই পরীক্ষার মুহূর্তগুলি অত্যন্ত ধৈর্য্য ও সবুরের মধ্যে কাটাতে হবে, সর্বদা দোয়া করতে হবে যেন ঐশী ফয়সালা প্রকাশিত হয়, এবং সত্য ও ন্যায়ের পথে মানব জাতিকে আহবান করতে হবে। বিশেষ করে সুধী সমাজকে এ কথা জানাতে হবে যে, তারা যালেম সমাজের সহযোগী হতে পারে না। যাদের বিবেক রয়েছে তারা সত্য ও ন্যায়ের ডাকে মজলুমদের পাশে এসে দাঁড়াবেন।

একথা ঠিক যে, সত্য ও ন্যায়ের পথ কোন কালেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না, এখনও তা হতে পারে না। এটাই বিধিবদ্ধ নিয়ম এবং সকল যুগের ঘটনাবলীই তার সাক্ষী। অতীতের ন্যায় আজও যুলুমকারীগণ সোচ্চার হয়েছে। আর মজলুম আহমদীগণ সেই দোয়াই জানাচ্ছে: 'মাতা নাসরুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?

বিপদাবলীর কঠোর আঘাতের দ্বারা, নির্যাতনের অগ্নি পরীক্ষার দ্বারা এই রুহানী জামাতের প্রতিটি সদস্যের ঈমান ও আমলের উজ্জলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা জীবন্ত খোদার নৈকট্য লাভ করেছে। আজ মাটির পৃথিবী তাদের কোন ক্ষতিই করতে সক্ষম নয়। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) 'আনোয়ারুল-হক্ক' নামক পুস্তকে বলেছেন: "আমি জানি, খোদতায়ালা আমার সঙ্গে আছেন। যদি আমি পিষ্ট হইয়া যাই এবং এক অণুর চেয়ে ক্ষুদ্রতর হইয়া যাই, এবং চতুর্দিক হইতে দুঃখ, কটুবাক্য এবং অভিশাপ বর্ষিত হইতে দেখি—তবুও আমি জয়ী হইব। যিনি আমার সঙ্গে আছেন তিনি ব্যতীত আমাকে কেহ জানেনা! আদৌ বিনষ্ট হইব না। শত্রুর সকল প্রচেষ্টা নিরর্থক এবং বিদ্বেষ পোষনকারীদের সকল অভিসন্ধি

ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। হে অজ্ঞ এবং অন্ধগণ! আমার পূর্বে কি কোন সত্যবাদী ধ্বংস হইয়াছে যে, আমি ধ্বংস হইব? কোন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে আল্লাহতায়ালা কি কখনও অপমানের সহিত বিনাশ করিয়াছেন যে আমাকেও তিনি বিনাশ করিবেন? নিশ্চয়ই স্মরণ রাখিও এবং কান পাতিয়া শ্রবণ কর যে, আমার আত্মা বিনাশ হইবার নহে, এবং আমার প্রকৃতিতে অকৃতকার্যতার বীজ নাই (মেরী সিরেস্ত্ মে নাকামি কী খমীর নেহী)।" (ক্রমশঃ)

—মোঃ খলিলুর রহমান

শোক সংবাদ

গত ১৮/১০/৮৪ইং রোজ বৃহস্পতিবার আনুমানিক বেলা চার ঘটিকায় ঘাটুরা নিবাসী মরহুম জনাব মতিউর রহমান সাহেবের ৩য় কন্যা (২২) আকস্মিক রোগাক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্না .....রাজেউন) ইনি বাদুঘর নিবাসী জনাব কামাল মিয়া সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। মরহুমা অত্যন্ত ধর্ম প্রাণ আহমদী ছিলেন।

অতএব সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের নিকট মরহুমার রুহের মাগফেরাতের জন্য এবং শোক সন্তপ্ত পরিবার বর্গের জন্য বিশেষ দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি। ওয়াসসালম।

খাকছার—এস. এম, রহমত উল্লাহ

আল্লাহ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়?

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আর্ণিকা কেশতৈল

হোমিওপ্যাথির এক অনন্য অবদান

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

Love For All Hatred For None

—হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (রাঃ)

"আর্ণিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দুর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে মরামাস হয় না। মস্তিষ্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্ণিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্ণিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুত কারক ঃ—এইচ, পি, বি, ল্যাবরেটরীজ

পরিবেশক :—হোমিও প্রচার ভবন,
বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক বাইওকেমিক ঔষধ বিক্রেতা
১, আবদুল গণি রোড,
জি, পি, ও, বক্স নং ৯০৯, ঢাকা—২ ফোন ঃ ২৫৯০২৪

মজলিসে আনসারুল্লাহর জরুরী বিজ্ঞপ্তি

মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর সকলের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, আগামী ৬ ও ৭ই ডিসেম্বর '৮৪ইং রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার ঢাকা দারুত তবলীগে বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর ৭ম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হইবে, ইনশাল্লাহ। উক্ত ইজতেমায় যোগদানের জন্য সকলকে এখন হইতে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। পরে পৃথক ভাবে নিজ নিজ স্থানীয় মজলিসের নামে ধার্যকৃত ইজতেমার অনুদান (Donation)-এর পরিমাণ সার্কুলার যোগে পাঠান হইবে।

মজলিসে আনসারুল্লাহর চলতি মালি সন শেষ হইতে আর মাত্র ২ (দুই) মাস বাকী আছে। সুতরাং সকল স্থানীয় মজলিসের জয়ীমে আলা সাহেবানকে চাঁদা আদায়ের ব্যাপারে সজাগ হইবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। অনেক মজলিস হইতে বাজেট আসে নাই। যাহারা বাজেট পাঠান নাই, তাহাদেরকে অনতিবিলম্বে বাজেট প্রণয়ন করিয়া কেন্দ্রে পাঠাইবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে। আদায়কৃত চাঁদা ও ইজতেমার ডনেশন অবশ্যই ইজতেমার পূর্বে কেন্দ্রে প্রেরণ করিতে হইবে। আসন্ন ইজতেমা যাহাতে বাবরকত ও সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইতে পারে সেইজন্য সকলকে খাসভাবে দোয়া জারী রাখিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। খাকসার

মোঃ শামসুর রহমান

সেক্রেটারী ফাইনান্স, বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিভিন্ন স্থানীয় মজলিসের অনুরোধের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার গত ২৮/১০/৮৪ইং অনুষ্ঠিত মজলিসে আমেলার সভায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, চলতি ১৯৮৩-৮৪ইং বর্ষের চাঁদা আদায়ের সময়সীমা ১৫ দিন বর্ধিত করিয়া আগামী ১৫ই নভেম্বর পর্যন্ত নির্ধারণ করা হইয়াছে। উক্ত বর্ধিত সময় সীমার মধ্যে যে সকল খাদেম ও তিফল তাহাদের বাজেটকৃত চাঁদা পরিশোধ করিবেন তাহাদিগকে চলতি ১৯৮৩-৮৪ বর্ষের চাঁদা পরিশোধকারী হিসাবে গণ্য করা হইবে। তাহাছাড়া আগামী ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে যে সকল স্থানীয় মজলিসের চাঁদা কেন্দ্রে পৌঁছিবে ঐ সকল মজলিসকে চলতি '৮৩-৮৪ বর্ষের চাঁদা পরিশোধকারী হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং যে সকল মজলিস পূর্ণ চাঁদা কেন্দ্রে প্রেরণ করিতে সক্ষম হইবে ঐ সকল মজলিসকে জলসা সালানার সময় অনুষ্ঠিতব্য কায়েদ সম্মেলনে সনদে-ইমতিয়াজ প্রদান করা হইবে। ইনশাআল্লাহ। খাকছার

মোঃ আজহার উদ্দিন খন্দকার

নায়েম মাল, বাঃ মঃ খোঃ আঃ

সুজন মাঝির সন্ধান

— মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

উল্টো মাঝিরা নৌকা বায়,
'সু-পুরের' নামে 'কু-পুরে' ধায়।
একে অন্যে ভাব নাই,
স্বার্থের তরী সবাই বায়।
এ বড় কঠিন ঠাই,
ওঠলে এতে রক্ষা নাই।
শয়তানী খেলা ভাই,
মানবতার মূল্য ছাই।
সবার সেরা সবার হীন,
দুঃখ দুর্গতি অন্তহীন।

চলো :
এদের সাথে পালা চুকাই,
এদের নৌকায় নিব না ঠাই।
স্রষ্টার কাছে হাত উঠাই,
সুজন মাঝির সন্ধান চাই।

অসীম দয়ার এলো মাঝি,
সু-পুর যেতে সবাই, হও রাজি।
ইমাম মাহদী খেতাব যাঁর
গোলাম আহমদ (আঃ) নাম তাঁর।
দেখান তিনি নিশান আল্লার,
সু-পুরই শুধু লক্ষ্য তাঁর
কু-পুর যাবে কর্পোর হয়ে,
গ্লানি রবে স্মৃতি হয়ে।

০—০

দোওয়ার আবেদন

নারায়ণগঞ্জ জামাতের লাজনা এমাউল্লার প্রেসিডেন্ট সাহেবা (মিসেস বদরউদ্দিন আহমদ) গ্যাসট্রিক এবং হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকার মালিবাগের এনডোসকপি ক্লিনিকে ভর্তি হইয়াছেন। জামাতের ভ্রাতা ও ভগ্নীদের নিকট ওনার আশু রোগমুক্তির জন্য খাসভাবে দোওয়ার আবেদন জানাইতেছি। খাকছার

—মইনউদ্দিন আহমদ
জেঃ সেঃ নারায়ণগঞ্জ আঃ আহমদীয়া।

শোক সংবাদ

বন্ধুগণকে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত অন্তরে জানানো যাইতেছে যে, আমাদের মুখলেস আহমদী ভাই জনাব গিয়াসুদ্দীন সাকিন কোতোয়ালীর বাগ (নারায়ণগঞ্জ) ২৩শে অক্টোবর দুপুর বেলা পৌণে দুইটায় নিজ বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে···রাজেউন। মরহুম এক স্ত্রী, তিন পুত্র ও পাঁচ কন্যা পিছনে ছাড়িয় যান। প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্বে তিনি নিজ বংশে প্রথম বয়েত করিয়া জামাতে আহমদীয়ায় দাখিল হন, যাহার পর হইতে নানা অনকুল ও প্রতিকুল অবস্থায় তিনি পরম ধৈর্য্যের সহিত মোকাবেলা করিয়া ঈমান-আমলে উন্নতির পর উন্নতি করিতে চলিয়া গেলেন। নামায রোযা ও অন্যান্য ধর্ম-কর্মে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন, জামাতের সকল ডাকে ও কাজে পরম উৎসাহের সহিত লাববায়ক বলিতেন। সকল ভাই বোনের নিকট দোওয়ার আবেদন রহিল যেন আল্লাহতায়ালা মরহুমের রুহকে মাগফেরাত ও বুলন্দ দরজাত দান করেন এবং তাহার শোক সন্তপ্ত পরিবারের হাফেয ও নাসের হন। —ওয়াসসালাম

খাকছার
আবদুল আজিজ সাদেক সদর মুরুব্বী

'তাত্ত্বিক পর্যালোচনা'র উত্তর

একটি সুপরিচিত ধর্মীয়-রাজনৈতিক সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'কাদিয়ানীদের একটি যুক্তির তাত্ত্বিক পর্যালোচনা' দু'টি কিস্তিতে এবং পরবর্তী আরো দু'টি কিস্তিতে 'গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানীর ক্রমবিবর্তন' শিরোনামে অনুদিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

যদিও প্রবন্ধটিতে বর্ণিত সব কথাই চর্বিত চর্বন এবং এগুলিতে এমন কোন নতুন কথা নাই, যার পর্যাপ্ত উত্তর আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম মাহ্‌দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-এর পুস্তকাবলী এবং আহমদীয়া লিটারেচারে পূর্বেও বহুবার দেওয়া হয় নাই, তথাপি যেহেতু আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে সরল জনমনে বিভ্রান্তির ধূম্রজাল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এগুলিতে আরো কিছু নুতন রূপ দেয়া হয়েছে, সেজন্য নিম্নে সংক্ষেপে উত্তর দেয়া গেল।

প্রবন্ধটির গোড়াতেই "কাদিয়ানীরা আল্লার একত্বে বিশ্বাসী, রসুলুল্লার নবুয়াতে বিশ্বাসী এবং ঈমানে মুফাসসালে বর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতিও সম্ভবত (—বরং নিশ্চয়) বিশ্বাসী"—স্বীকার করা সত্ত্বেও প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে, "এরপরও সারা বিশ্বের **ইসলামী ফিকাহ্‌-বিদগণ** তাদের কাফের বলে চিহ্নিত করার ব্যাপারে একমত কেন ?"

প্রশ্নটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু কারও পক্ষ থেকে ইহার কোন কষ্টকল্পিত ভিত্তিহীন মনগড়া উত্তরের এজন্য আদৌ অপেক্ষা রাখে না যে, এহেন প্রশ্নের যথার্থ ও সরল উত্তর বহু পূর্বেই এই উম্মতের রব্বানী উলামা ও জনমান্য বুজুর্গান দিয়ে গেছেন। সুতরাং সূফিকুল শিরোমণি হযরত শাইখে-আকবর মহিউদ্দীন ইবনুল আরবী আলাইহের রহ্‌মত (ওফাত হিঃ ৬৩৮) লিখেছেন : 'ইযা খারাজা হাযাল ইমামুল মাহদীয়ু ফালাইসা লাহু আদুউম মুবীনুন ইল্লাল ফুকাহায়ু খাস্‌সাতান।" অর্থাৎ "যখন ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) যাহের হবেন, (ইসলামী) **ফিকাহ্‌বিদগণই** তাঁর প্রধান শত্রু হবে।" (ফুতুহাতে মক্কীয়া ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩০৪, মিশরে মুদ্রিত)।

তেমনি সুবিখ্যাত আহ্‌লে হাদিস নেতা আল্লামা নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভোপালভী (ওফাত ১৮৮৯ ইং) লিখেছেন : "যখন ইমাম মাহ্‌দী সুন্নত কায়েম করার এবং বেদাত মিটাবার জন্য সংগ্রাম করবেন তখন সমসাময়িক উলামা (তথা ফিকাহবিদগণ), যারা পূর্বপুরুষ ও পীর পুরোহিতদের অন্ধ অনুকরণে অভ্যস্ত, তারা বলবে, 'এই ব্যক্তি তাদের ধর্ম নষ্ট করে ফেলেছে'—এ বলে তারা বিরোধিতা করবে এবং চিরাচরিত প্রথানুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে কুফর ও গোমরাহীর ফতওয়া দিবে।" (হুজাজুল কিরামাহ্‌, পৃঃ ৩৬৩, হিঃ ১২৯১ মুদ্রিত)। এবং কুতুবুল আফতাব মুজাদ্দিদ আলফেসানী হযরত আহমদ সরহিন্দী (ওফাত ১০৩৪ হিঃ মোতাবেক ১৬২৪ ইং) লিখেছেন :

نزدیک است که علمای ظواهر مجتهدات او را علی نبینا و علیه الصلوة والسلام از کمال دقت و غموض ماخذ انکار نمایند و مخالف کتاب و سنت دانند — (مکتوبات جلد ۲ مکتوب ۵۵ ص ۱۰۷)

অর্থাৎ "প্রতিশ্রুত মসীহ আলা নবীয়েনা ও আলাইহিস সালাত ওয়াসসালাম দ্বারা বর্ণিত আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী বুঝতে না পেরে বাহ্যদর্শী আলেমগণ (তথা ফিকাহ্‌বিদগণ) ওগুলিকে কেতাব ও সুন্নতের বিরুদ্ধে মনে করবে এবং অস্বীকার করবে।"
(মকতুবাত ইমাম রব্বানী ২য় খণ্ড, ৫৫ নং চিঠি, পৃঃ ১০৭)।

বস্তুতঃ আহমদীয়া জামাত বিশ্বাস করে যে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট বিবরণ ও ভবিষ্যদ্বাণী এবং অতীত বুজুর্গানে উম্মতের সর্বসম্মত বিশ্লেষণ ও অভিমত অনুযায়ী আখেরী জামানা তথা চৌদ্দশতাব্দীর মাথায় যে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ অর্থাৎ ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আঃ)-এর আগমন নির্ধারিত ছিল—তিনি হলেন আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) : এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন আমাদের পুস্তক "খতমে নবুওয়ত ও ঈসা (আঃ)-এর আগমন "।

বলা বাহুল্য যে, সকল মযহাব ও ফের্কার আলেম-উলামা ও ফিকাহ্‌বিদগণ উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ে আগত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ হযরত মির্যা সাহেবের চরম বিরুদ্ধাচরণ এবং সম্মিলিভাবে তাঁকে কাফের বলায় পবিত্র কুরআন ও হাদিসের ভবিষ্যদ্বাণী এবং বুজুর্গানে উম্মতের সর্বসম্মত বিশ্লেষণ ও অভিমত সম্পূর্ণ সত্য বলেই প্রমাণিত হয়েছে এবং হয়েছে বলেই হযরত মির্যা সাহেবের দাবীও সত্য বলে স্বীকার করতে হবে। তাই নয় কি !?

সকল মযহাব ও ফের্কার ফিকাহ্‌বিদ ও আলেম উলামার এই সম্মিলিত বিরোধিতা ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামাতকে কাফের বলা নিম্নরূপ হাদিসটিকেও অক্ষরে অক্ষরে সত্য সাব্যস্ত করেছে : "আন আবদিল্লাহিবনে উমারা কালা কালা রসুলুল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামা লা-ইয়াতিয়ান্না আলা উম্মতি কামা আতা আলা বনি ইস্রাইলা হায্‌ওয়ান না'লি বিন না'লি হাত্তা ইন কানা মিনহুম মান আতা উম্মাহু আলানিয়াতান লা-কানা ফি উম্মাতি মান ইয়াসনায়ু যালিকা ওয়া ইন্না বনী ইস্রাইলা তাফাররাকাত আলা সিনতাইনে ওয়া সাবয়ীনা মিল্লাতিন ওয়া তাফতারেকু উম্মাতি আলা সালাসিনন ও সাবয়ীনা মিল্লাতিন কুল্লুহুম ফিন্নারি ইল্লা মিল্লাতান ওয়াহেদাতান। কালু মানা হুম ইয়া রাসুলাল্লাহে কালা মা আনা আলাইহে ওয়া আসহাবী ওয়া হিয়াল জামায়াত।" (তিরমিযি, মিশকাত)

অর্থাৎ, 'আমার উম্মতের উপর দিয়েও নিশ্চয় সেইরূপ যুগ অতিবাহিত হবে যেরূপ যুগ এসেছিল বনি ইস্রাইলদের উপরে। উভয়ের মধ্যে পাদুকাযুগলের ন্যায় সাদৃশ্য বিরাজ করবে। এমন কি, তাদের কেউ যদি প্রকাশ্যে তার মাতার সহিত ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়ে থাকে তাহলে আমার উম্মতের মধ্যেও এমন কেউ হবে যে ওরূপ কুকাজ করবে। এবং বনি ইস্রাইলরা বাহাত্তর ফের্কায় বিভক্ত হয়েছিল, আর আমার উম্মত তেহাত্তর ফের্কায়

বিভক্ত হয়ে পড়বে। ইহাদের মধ্যে একটি ফের্কা ব্যতীত বাদবাকী সকল ফের্কাই আগুনে পতিত হবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, (সেই একটি ফের্কা) তারা কে হবে ?' হুজুর আকদাস (সাঃ) বল্লেন, তারা হবে আমার এবং আমার সাহাবাদের তরীকায় প্রতিষ্ঠিত এবং তারা হবে 'জমায়াত' (একজন ইমামের অনুসারী সংঘবদ্ধ দল)। (তিরমিযি. মেশকাত)

আজ অসংখ্য ফের্কার মধ্যে কেবল আহমদীয়া জামাত আল্লাহর আদেশে প্রতিশ্রুত ইমাম আনেরুজ্জামানের কায়েমকৃত জামাত, যারা ইসলামের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত খেলাফতের স্বর্গীয় নেতৃত্বাধীন সংঘবদ্ধ জমায়াত, যারা হযরত নবী আকরাম (সাঃ আঃ) ও তাঁর সাহাবাদের আদর্শ ও পদাঙ্ক অনুসরণে, অপরাপর সকল ফের্কার ফেকাহবিদ ও আলেমগণের কুফরী ফতোয়ার নাগপাশ ও সকল প্রকার নির্যাতন ও প্রতিকূলতা সহ্য করেও সর্বাত্মক কোরবানীর মাধ্যমে অকাট্য যুক্তি-প্রমান ও আসমানী নিদর্শনাবলীর সাহায্যে ক্রমবর্ধমান সাফল্যের সহিত সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচার ও উহার প্রধান্য বিস্তারের লক্ষ্যে আত্মোনিয়োজিত রয়েছে।

আজ বাহাত্তর ফের্কার ফিকাহবিদ ও আলেমগণ নিজেরা একে অন্যেকে কাফের বলা সত্বেও (দেখুন, "১৯৫৩ সালের পাঞ্জাবের গোলযোগ সম্পর্কিত তদন্ত আদালতের রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত সার, বাংলা সংস্করণ" পৃঃ ৪৯) আহমদীয়াতের প্রতি তাঁদের সম্মিলিত কুফরী ফতোয়ার দ্বারা ইমাম মাহদী (আঃ) এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া জামাতকেই উক্ত হাদিসটিতে বর্ণিত 'ইল্লা মিল্লাতান ওয়াহেদাতান"—সেই একমাত্র খাঁটি ফের্কা হিসাবে জাজ্বল্যমানরূপে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। তাই নয় কি ? বস্তুতঃ 'তাত্ত্বিক পর্যালোচনা'টিতে যে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে যে, "এই সব মাযহাব ও দলগুলো একবাক্যে বিনা মতভেদে কাদিয়ানীদের কাফের মনে করে কেন ?"—এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর উপরে উল্লিখিত হাদিসটিতে হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজেই দান করে গেছেন। (চলবে)

—আহমদ সাদেক মাহমুদ

শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী নিহত

৩১শে অক্টোবর, '৮৪ইং নয়াদিল্লী, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী (৬৬) গতকাল (বুধবার) স্বীয় দেহরক্ষীদের গুলিতে নিহত হইয়াছেন। যে তিনজন শিখ দেহরক্ষী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি গুলিবর্ষণ করে, অন্যান্য দেহরক্ষীর গুলিতে তাহাদের একজন ঘটনাস্থলে ও অপরজন হাসপাতালে মারা যায়। তৃতীয় ব্যক্তি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। চরমপন্থী একটি শিখ সংগঠন এই হত্যাকাণ্ডকে 'বদলা নিয়াছি' বলিয়া দাবী করিয়াছে। মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের পর তাঁহার জীবিত একমাত্র পুত্র রাজীব গান্ধী (৪০) ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথগ্রহণ করিয়াছেন।

মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুতে ভারতে ১২ দিনব্যপী রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হইয়াছে। জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ এবং আজ (বৃহস্পতিবার) কেন্দ্রীয় অফিস-আদালত বন্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে এবং সেনাবাহিনীকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। (দৈনিক ইত্তেফাক)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?"

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"
অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No 501379
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar